অমৃত পুরুষ যীশু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাহিত্য-সদন

কলিকাতা-৯

Published by Rev. A. Nath on behalf of the
Bengal Christian Literature Centre (*Sahitya Sadan*) *from*
65A Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700009

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। মার্চ, ১৯৬৪

বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সাহিত্য কেন্দ্র (সাহিত্য সদন)-এর পক্ষে
আচার্য অরিন্দম নাথ কর্তৃক ৬৫এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে
প্রকাশিত ও শ্রী নবদ্বীপ বসাক কর্তৃক পাবলিসিটি কনসার্ন, ৩ মধু গুপ্ত লেন,
কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

অমৃত
পুরুষ
যীশু

কে যীশু ?

যীশু ঈশ্বরের মৃত্যুহীন উচ্চারণ। যীশু ঈশ্বরের উচ্চারিত শাশ্বত বাক্য। যীশুই ঈশ্বরবাণীর শরীরী রূপ।

জেনেসিস বলছে ঃ ' আদিতে ঈশ্বর আকাশ আর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।' সেই সৃষ্ট জগতের ঊর্ধ্বে আছে আরেক জগৎ, সমস্ত স্থান-কালের অতীত, দৃশ্য-স্পৃশ্যের বাইরে, আরেক সংসার, চিরন্তনতার সংসার। পারহীন পরিধিহীন অনন্ত অমর্তলোক। সে দেশের মানচিত্র জানা নেই অথচ সর্বক্ষণ যার অস্তিত্বে বিশ্বাস জেগে থাকে। ইয়ত্তা করা যায় না, 'কোটি-কোটি সূর্য-চন্দ্র-তারারও পরপারে, অথচ ঠিকানাটি মনে হয় অন্তরের অনুভবের মধ্যেই লেখা আছে। সে সংসার ঈশ্বরের সংসার, যিনি সৃষ্টির আগে থেকেই বিরাজমান। সেই সংসারের এক ক্ষুদ্র কণা আমাদের পৃথিবী, ঐ আকাশমণ্ডল। আর-সব সংসার সরে যায়, শেষ হয়ে যায়, ঈশ্বরের সংসার অশেষ-অক্ষয় চিরন্তন হয়ে থাকে।

মর্তজীব আমাদের কাছে সেই চিরন্তনতার সংবাদ কে ?

সেই চিরন্তনতার সংবাদ যীশু।

সেন্ট্ জন বলেছেন, সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যও ছিলেন। এই বাক্যই ঈশ্বর। এই বাক্যই সৃষ্টিশক্তি। প্রাণময়, প্রাণ-কর্তা। এই বাক্যেই ঐশ মন, বুদ্ধি ও জ্ঞান নিহিত। এই বাক্যই সত্য আলো—সত্যের আলো। অন্ধকার ভেদ করে এর প্রকাশ, শত অন্ধকারেও অপরাজিত। অম্লান-অনির্বাণ।

আমি সেই আলোকের সাক্ষী হয়ে এসেছি। বলছেন জন দি ব্যাপ্টিস্ট, আমার কথা শোনো, বিশ্বাস করো। সেই ঈশ্বরবাক্য মনুষ্যরূপ ধরে ধূলির ধরণীতে উদ্ভাসিত হবেন। আমার পরে আসছেন বটে কিন্তু তিনি আমার আগে হতেই ছিলেন। সৃষ্টির আদি হতেই ছিলেন। সেই মনুষ্য-রূপ ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত হবে, পরম পিতার একক পুত্ররূপে। অপেক্ষা করো, প্রস্তুত হও। সতৃষ্ণ না হলে দেখবে কী করে? উৎকর্ণ না হলে শুনবে কী করে? প্রস্তুতি ছাড়া স্বীকৃতি কোথায়? শোনো, ঈশ্বরকে কেউ চোখে দেখেনি, তবে যদি তোমরা তাঁকে দেখ তবে বুঝতে পারবে তাঁর পিতা, তাঁর অন্তরঙ্গতম আত্মীয় ঈশ্বর কী রকম!

যীশু যখন ঈশ্বরেই ওতপ্রোত তখন যীশুকে দেখাই ঈশ্বরকে দেখা।

তা হলে ঈশ্বর আমার কত আপন জন, কত আমার হৃদয়ের সব চেয়ে কাছেকার মানুষ, প্রিয় থেকে প্রিয়তর, প্রিয়তর থেকে প্রিয়তম বন্ধু। আর কি ঈশ্বর আমার কাছে দূরদেশী হয়ে থাকে, অজানা-অচেনী, আমার ঘরের বাইরের সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশী? আর কি সে দীন-দরিদ্রের কুটির দেখে ফিরে যায়? আর কি সে আর্ত-অন্ধের কান্নাকে উপেক্ষা করে? মানুষের সামান্য অন্তরস্পর্শকেই কি সে অপার ঐশ্বর্য বলে মনে করে না?

আর তবে আমার ভয় কোথায়, ঔদাসীন্য কোথায়?

জন বললেন, মোজেস আমাদের শাস্ত্রবিধি দিয়েছেন, যীশু দেবেন সত্য আর করুণা।

মোজেস-এর মাধ্যমে ঈশ্বর বিচারক, যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর করুণাময়। ঈশ্বর সত্য, আর করুণাই তাঁর শেষ বিচার।

'কিন্তু তুমি কে?' ইহুদি যাজকের দল জনকে ঘিরে ধরল: 'তুমিই কি সেই পরিত্রাতা?'

'না, না, আমি কেউ নই। আমি শুধু ডাক দিয়ে যাচ্ছি।'

'ডাক দিয়ে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ সবাইকে বলছি চেঁচিয়ে, রাজা আসছেন, তাঁর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করো।'

অনেক আগাছা-জঙ্গলে ভরে আছে, সমূলে উপড়ে ফেলে দাও বাইরে। অনেক এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে, সমতল করো, মসৃণ করো।

কত লুকোনো গর্ত-খোদল দেখা যাচ্ছে, সেগুলো ভরাট করে তোলো। শহরে লাট-বেলাট এলে তার অভ্যর্থনায় রাস্তা-ঘাট নানারকম পরিচর্যা করে পরিপাটি করে তুলতে। এ স্বয়ং রাজা আসছেন—রাজার রাজা--তাঁর জন্যে পথ সরল করবে না? নিষ্কণ্টক করবে না? কত আবর্জনা জমিয়ে রেখেছ তা দগ্ধ করবে না? এখানে ওখানে কত মালিন্য লেগে রয়েছে তা নির্মল জলে ধুয়ে দেবে না? নিজে সুন্দর হবে না, পবিত্র হবে না?

তাঁব জন্যে পথ তৈরি কবো। নিজে তৈরি হও।

তিনি আসছেন। ঈশ্বব-পুত্র মানব-পুত্রের রূপ ধরে আসছেন।

যিনি এ কথা ঘোষণা করছেন তাঁব পরিচয় কি? তিনি কার পুত্র? তাই যীশুব আগে জন-এব কথা।

জুডিয়া-র রাজা হেবড। সেই রাজত্বে জ্যাকারিয়াস একজন পুরোহিত। তার স্ত্রীর নাম এলিজাবেথ। তারা নিঃসন্তান।

তারা শাস্ত্রেব বিধি-নিষেধ মেনে চলে। সৎপথ থেকে ভ্রষ্ট হয় না।

মন্দিরে সেদিন জ্যাকাবিয়াসের আবতি দেবাবে পালা। বেদীতে ধুনো জ্বালিয়েছে, মন্দিবের বাইরে প্রার্থনা করছে জনতা, জ্যাকারিয়াস দেখতে পেল বেদীর দক্ষিণে একজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে। স্বর্গদূত দেখে দারুণ ভয় পেল জ্যাকারিয়াস। এ কী অঘটন!

'ভয় পেয়ো না।' বললে স্বর্গদূত, 'ভগবান, তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার স্ত্রী তোমাকে একটি পুত্র-সন্তান উপহার দেবে। তুমি তার নাম রেখো জন। সে ভগবানের বার্তাবহ হয়ে আসবে, রচনা করবে প্রভুর আবির্ভাবের পথ। তাকে নিয়ে তোমাদের আর আনন্দের অবধি থাকবে না।'

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বৃদ্ধ হয়েছে, তাই জ্যাকারিয়াস স্বর্গদূতকে বিশ্বাস করতে চাইল না। বললে, 'আমাদের বুড়ো বয়সে আবার সন্তান কী!' স্বর্গদূত বললে, 'আমাকে তুমি চেন না। আমার নাম গাব্রিয়েল, আমি ভগবানের কাছে-কাছে থাকি। তোমাকে এই খবর দেবার জন্যেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

সেই অনাগত সন্তান সম্পর্কে গাব্রিয়েল আরো অনেক কথা বললে।

বললে, মাতৃগর্ভেই সে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভগবানের সেবায় সে হবে একজন মহামানব। বহু পথভ্রষ্টকে সে ভগবানের কাছে ফিরিয়ে আনবে, বহু অবাধ্যকে জ্ঞানের আলোতে বিনীত করে তুলবে, বুঝিয়ে দেবে পথ প্রস্তুত হলে জীবন প্রস্তুত হলেই প্রভুর আগমন সম্ভব।

তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেই বা কী হবে? তুমি যে তাঁকে দেখবে তোমার সেই চোখ কই? তুমি যে তাঁকে চিনবে তোমার সেই মন কই? তুমি যে তাঁকে বিশ্বাস করবে তোমার সেই সাহস কই?

ভগবানের মন্দিরে নিভৃতে-নির্জনে ভগবানের বাণী ঠিকই শুনেছিল জ্যাকারিয়াস কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না। যেন ভগবানের করুণার কোথাও কোনো সীমা আছে, শর্ত আছে। যেন সেখানে সময়ের বা বয়সের কোনো প্রতাপ খাটে!

'কিন্তু যেহেতু আমাকে তুমি অবিশ্বাস করলে;' গ্যাব্রিয়েল জ্যাকারিয়াসকে শাস্তি দিল: 'তুমি বোবা হয়ে যাবে। আমার কথা যখন ফলবে, যখন জন্মাবে জন, তখনই আবার কথা কইতে পারবে।'

মন্দিরে জ্যাকারিয়াস এত দেরি করছে কেন, বাইরের জনতা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তারপর জ্যাকারিয়াস যখন বাইরে এল সবাই তাকে ব্যস্ত করে তুলল, কী করছিলে এতক্ষণ?

এ কি, জ্যাকারিয়াস বোবা হয়ে গিয়েছে। কথা কইতে পারছে না, হাত নেড়ে ইশারা করে বোঝাতে চাইছে।

সবাই অনুমান করল মন্দিরের মধ্যে জ্যাকারিয়াসের কিছু অলৌকিক দর্শন হয়েছে। কিন্তু সে দর্শন কে বা বোঝায়, কে বা বোঝে।

মন্দিরে পালা শেষ হয়ে গেলে জ্যাকারিয়াস বাড়ি ফিরল।

কালক্রমে এলিজাবেথের গর্ভে সন্তান এল।

'এ কী অলৌকিক!' এলিজাবেথ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললে, 'ভগবান এতদিনে আমার লজ্জামোচন করলেন!'

লজ্জা—সন্তানহীনতার লজ্জা। আর বিস্ময়—কৃপার অপরিমেয়তার বিস্ময়।

পাঁচমাস এলিজাবেথ লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রইল। ছ-মাস পূর্ণ হবার আগে আরেক ঘটনা ঘটল।

গ্যালিলির নাজারেথ শহরে রাজা ডেভিডের বংশের ছেলে জোসেফের সঙ্গে বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল মেরী—কুমারী মেরী। তার কাছে এসে দাঁড়াল গ্যাব্রিয়েল। বিনম্র ভাষণে অভিবাদন করল।

'তোমার উপর ভগবানের কৃপা হয়েছে। তোমাকে তিনি আশ্রয় করেছেন।'

মেরী বিমূঢ় হয়ে গেল। ভেবে পেল না এ অভিনন্দন কেন, কোন অর্থে?

'ভয় পেয়ো না, পরম কৃপায় ভগবান তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। তুমি মা হবে। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে একটি পুত্রের জন্ম দেবে। সেই পুত্র পরিচিত হবে ভগবানের পুত্র বলে।'

'তা কী করে সম্ভব? আমি যে কুমারী।' মেরী চমকে উঠল।

'পবিত্র আত্মা তোমাতে অধিষ্ঠিত হবে। ভগবানের অনন্য শক্তি রাখবে তোমাকে আচ্ছাদন করে। তুমি পবিত্রতার শুভ্র শিখা, তুমিই তো ঈশ্বরপুত্রের জননী হবে। তুমি সে পুত্রের নাম রেখো যীশু।'

মেরীর তবুও ঘোর কাটে না।

'ভগবান যীশুকে তার পিতৃপুরুষ ডেভিডের সিংহাসন দেবেন, আর তুমি জান না, যীশুর রাজত্ব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর সব রাজত্ব ক্ষণিকের সমারোহ, যীশুর রাজত্বই চিরস্থায়ী।'

স্নেহনিবিড় চোখে তাকাল মেরী।

'কি, বিশ্বাস হয় না?' গাব্রিয়েল আরো বললে, 'তোমার জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথের কাছে খোঁজ নাও গে। কত তার বয়েস হয়েছে, সবাই তাকে বন্ধ্যা বলত, এখন দেখ গে ভগবানের কৃপায় সে ছমাস অন্তঃসত্ত্বা। ভগবানের কৃপায় কিছুই অসাধ্য নয়।

সমর্পণের সুস্নিগ্ধ ভঙ্গিতে মেরী বললে, 'আমি ভগবানের সেবিকা, তিনি যা বলবেন তাই আমি মেনে নেব।'

নেব মাথা পেতে। এ আমি বলব না আমার ইচ্ছামত তুমি

তোমার ইচ্ছাকে চালনা করো, আমি শুধু বলব, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করেই সার্থক করো আমাকে। তোমার ইচ্ছার বাইরে আমার ইচ্ছা বলে বিন্দু লেশও রেখো না।

সব কাজ ফেলে মেরী ছুটল জুডিয়ার সেই পাহাড়ি শহরে যেখানে জ্যাকারিয়াসের বাড়ি। মেরী এলিজাবেথকে অভিনন্দন করতেই এলিজাবেথের গর্ভস্থ সন্তান আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল। এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় আবিষ্ট হল। বলে উঠল ঃ 'আমার সৌভাগ্যের তুলনা নেই। প্রভুর মা নিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মেরী, তোমার শিশু ধন্য, তুমি তার মা তাই তুমিও ধন্য। তুমি আরো ধন্য, তুমি সশ্রদ্ধ ও বিশ্বাসী। ভগবানের কাছ থেকে যে বাণী এসে পৌঁচেছে তা সফল হবেই এ যে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করে সে কৃতকৃতার্থ।'

আমি সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, জলে পড়ি বা কূলে উঠি, এ আর আমার লক্ষ্য নয়। আমি যে প্রভুর কাজে লাগছি, আমাকে দিয়ে প্রভু যে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন এতেই আমার জীবনের পূর্ণতা।

আমার আর কোনো জিজ্ঞাসা নেই, আমি যে প্রভুর নির্বাচিত আমি যে তাঁর কাজেই নিয়োজিত, এই সিদ্ধান্তেই আমার জীবনের সিদ্ধি।

এলিজাবেথের কথার উত্তরে মেরী যা বললে তা একটি হৃদয়োত্থিত স্তোত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

বললে, 'ভগবান কত মহান, কত বিশাল-বিপুল, কিন্তু করুণায় আমার মত এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকেও স্পর্শ করেছেন, প্রসন্ন হয়ে তাকিয়েছেন নত হয়ে। যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁর নাম পুণ্যপবিত্র, তিনি আমার মধ্য দিয়ে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করলেন আমার এ আনন্দ রাখব কোথায়? মুখরে আমি যা কিছু বলতে চাইছি সব প্রভুরই জয়গান, মৌনে যা কিছু ভাবতে চাইছি সব প্রভুরই তন্ময়তা।'

যারা তাঁকে ভক্তি করে তাকে তিনি কৃপা করেন। যারা অহঙ্কার করে তাদের তিনি লজ্জিত করেন। ক্ষমতাশালীকে তার উত্তুঙ্গ চূড়া থেকে নামিয়ে আনেন। দীন দরিদ্রকে বসান গৌরবাসনে। যারা

ক্ষুধার্ত তাদের তিনি সুস্বাদু আহার্যে পরিতৃপ্ত করেন। যারা ধনী তাদের তিনি বিদায় দেন রিক্ত হাতে।

এলিজাবেথের বাড়িতে মেরী তিন মাস থাকল, তারপর ফিরে গেল নাজারেথে। এই তিন মাস দুজনের মধ্যে শুধু এক কথা, ভগবানের কথা, শুধু এক চিন্তা, ভগবানের চিন্তা। হেব্রন পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি শহরের প্রান্তে একটি সামান্য গৃহে দুটি ভক্ত নারী কোন স্বপ্নের প্রতীক্ষায় তন্ময় হয়ে আছে কর্মব্যস্ত সংসার তা অনুমান করতে পারল না।

কালক্রমে এলিজাবেথের ছেলে হল। একে বৃদ্ধ দম্পতির সন্তান হয়েছে, তায় ছেলে। সবত্র আনন্দের ঢেউ উঠল। ভগবানের করুণায় প্রতিবেশীরা আর সন্দিহান থাকতে পারল না। কিন্তু প্রশ্ন জাগল, শিশুর কী নাম রাখবে?

'এর নাম জন রাখতে হবে।' গম্ভীর মুখে বললে এলিজাবেথ।

'সে কী, আপনাদের আত্মীয়দের মধ্যে এমন কারুর নাম নেই,' প্রতিবেশীরা আপত্তি করল ঃ 'বাপের নাম অনুসারে জ্যাকারিয়াস রাখাই ঠিক হবে।'

কেউ আবার বাপকেই জিজ্ঞেস করল ঃ 'আপনার কি মত?'

জ্যাকারিয়াস মাটিতে লিখে দিল ঃ জন। জন-ই তার একমাত্র নাম।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকারিয়াসের মুখ খুলে গেল। জিভে কথা ফুটল। আর কথা ফুটলে ঈশ্বর-কথা ছাড়া অন্য কথা আর কে বলে?

জ্যাকারিয়াসও মুখে ভাষা পেয়ে ঈশ্বরস্তোত্র শুরু করল।

বললে, 'ইজরায়েলের উপাস্য—ভগবানের জয় হোক। তিনি আসছেন আমাদের মুক্তিদাতারূপে, আসছেন ভক্ত ডেভিডের বংশে, আমাদের শত্রুসঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে। আর আমাদের ভয় নেই।'

তারপর নিজের ছেলেকে উদ্দেশ করে বললে 'তুমি ভগবানের প্রচারক হবে। তুমি অগ্রদূত হয়ে তাঁর চলার পথকে সুগম করে তুলবে। সেই তো ক্ষমার পথ, মুক্তির পথ, করুণার পথ। যারা অন্ধকারে, মৃত্যুর ছায়ার নিচে বাস করছে তারাও এবার শান্তির পথ খুঁজে পাবে। এত দিন ঈশ্বরকে সবাই জানত শাসকসম্রাটরূপে, সব সময়েই শুধু

যাঁর বিচার আর দণ্ডবিধান আর নিগ্রহ। সব সময়েই তাড়না আর তিরস্কার। রাত দিন শুধু ভয়ের মধ্যে বাস করা। কেউ কেউ বা জানত একেবারে বিমুখ-বিরূপ নিরম্বু উপবাসীর ভাবে। একেবারে নির্গুণ নির্বিকার। রক্ত-মাংস তো নেই, কোনো অনুভূতিই নেই, মাত্র একজন নিরাসক্ত সাক্ষী। শুধু হিসেব রাখছেন, পাপ-পুণ্যের যোগবিয়োগ করছেন, পড়ে গেলেও হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না।

এবার, জন, তুমি নতুন ঈশ্বরকে চিনিয়ে দাও। যে শুধু সহানুভূতিতে, শুধু ভালোবাসায় ভরা। যে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে ব্যবধান রাখে না, ব্যক্তি হয়ে সন্নিহিত হয়, যে তার করুণার পসরায় আরো দুটি নতুন সামগ্রী নিয়ে এসেছে একটি ক্ষমা, আরেকটি শান্তি।

ক্ষমা কি শাস্তির থেকে নিষ্কৃতি? তা নয়। শাস্তিকেও ঈশ্বরেরই বদান্য-মধুর স্পর্শ বলে অনুভব। শান্তি কি শুধু যন্ত্রণার নিবৃত্তি? তা নয়। শান্তি হচ্ছে ঈশ্বরবোধে জীবনের আচ্ছাদন।

ঈশ্বর আর দূরস্থ নন। হাত বাড়ালেই তিনি, চোখ তুললেই তিনি, কান পাতলেই তিনি। তিনি সব সময়ে আমাকে সাহায্য করতে উপস্থিত। তাঁকে আর আমার ভয় নেই, কুণ্ঠা নেই। আমি যেমন নিঃসংশয় তেমনি নিঃসংকোচ।

কুমারী মেরী তার নাজারেথের বাড়িতে ফিরে এল।

তিন মাসে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে; সে আর আগের মত নেই, আধ্যাত্মিক সম্পদে সৌন্দর্যে সে জ্যোতিষ্মতী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যোসেফ কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

ইহুদি বিবাহের অঙ্গীকার বিবাহের মতই সিদ্ধ। অঙ্গীকারের বলেই দু-পক্ষ স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়। অঙ্গীকারের এক বছর পরে বিবাহের অনুষ্ঠান করে নিতে হয়। বিবাহের মত অঙ্গীকারও অনতিক্রম্য।

তবে বৈধ কারণে বিবাহের যেমন বিচ্ছেদ হতে পারে, তেমনি ভাবেই, প্রয়োজনে, অঙ্গীকারেরও অন্ত করা যায়। এমনি খুশিমত ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায় না।

মেরীর হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণ কুম্ভ কিন্তু দৃষ্টিতে উদ্বেগ—যোসেফ

না জানি কী ভাববে, কী করবে। আনন্দের পাশাপাশি একটি যন্ত্রণা বহন করছে মেরী, যোসেফ কি তাকে বিশ্বাস করবে না?

অনেক আলো-আঁধার পার হয়ে সেই চরম মুহূর্ত উপস্থিত হল যখন যোসেফের কাছে ধরা পড়ল মেরী। মেরী তখন বললে তার মধ্যে পবিত্র আত্মার সঞ্চারের কথা। তার গর্ভে ভগবানের পুত্র।

তখন শুরু হল যোসেফের যন্ত্রণা। মেরীকে ছাড়তে হবে এ তার কাছে অসহ্য। কিন্তু চিরকাল ধর্মকে মাথায় রেখে সে ন্যায়ের পথে থেকেছে, সে এই অঘটনই বা মেনে নেয় কী করে? তাই অঙ্গীকারের বন্ধন ছিন্ন না করে উপায় নেই, তবে মেরীর অপমানের কথা ভেবে ঠিক করল বিচ্ছেদটা যথাসাধ্য গোপনে সম্পন্ন করবে।

তখন ভগবানের দূত বার্তা স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিলেন। বললেন, 'হে ডেভিডের বংশের সন্তান যোসেফ, মেরীকে তোমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা কোরোনা, তার জঠরে যে সন্তান সে পবিত্র আত্মার প্রভাবের ফল। তাকে তুমি অবহেলা বা অসম্মান কোরো না, শ্রদ্ধায় ও স্নেহে তার সেবা করো। তার একটি পুত্রসন্তান হবে। তার নাম রাখবে যীশু। সে আপন জাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করবে। যীশু নামের অর্থই হচ্ছে মুক্তি। এ সব ঘটছে ভগবানের দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্যে। যে দিন এক ভবিষ্যদ্বক্তা সাধুর মুখ দিয়ে এই কথাই ধ্বনিত হয়েছিল একটি কুমারী গর্ভধারণ করে একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দেবে। তার নাম রাখা হবে এমানুয়েল। এমানুয়েল-এর অর্থ 'ভগবান আমাদের সঙ্গে আছেন'।'

যন্ত্রণাহত যোসেফের ঘুম ভাঙল। কোথায় আর যন্ত্রণা! চার-দিকে আনন্দনির্ঝর! কোথায় আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, চারদিকে শুধু হৃদয়ের জাগরণ! কোথায় আর লোকভয়, চারদিকে শুধু জীবনের জয়ধ্বনি। মেরীকে স্ত্রীরূপে পুরোপুরি স্বীকার ও গ্রহণ করল যোসেফ। কিন্তু মেরী যে কুমারী সেই কুমারীই থেকে গেল।

রোম-সম্রাট সিজার অগস্টাস হুকুম করল সমস্ত সাম্রাজ্যের লোকগণনা করতে হবে। কেউ ঘরের দরজায় এসে গুনে নেবে না,

যে যার নিজের শহরে গিয়ে নাম লেখাবে। যেহেতু যোসেফ ডেভিডের বংশধর তাকে সস্ত্রীক যেতে হবে ডেভিডের জন্মস্থানে বেথলেহেমে। বেথলেহেম জুডিয়ারই এক শহর, যোসেফের গ্রাম নাজারেথ থেকে আশি মাইল দূরে। উপায় নেই, যেতেই হবে, দোর্দণ্ড রাজার হুকুম।

সম্রাটের অধীনে আছে রোমান শাসক, নাম পন্টিয়াস পাইলেট। তার আসন জেরুজালেমে। তার অধীনে ইহুদি সামন্ত রাজা হেরড। তার প্রভুত্ব গ্যালিলি প্রদেশে, যারই অন্তর্ভুক্ত জুডিয়া।

নিরীহ দুটি গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছে দুটি নিরীহ মানুষ, স্বামী-স্ত্রী, যোসেফ আর মেরী। পথে ক্রমশই ভিড় বাড়ছে, বাড়ছে ক্লেশভার। শহরে থাকবার জায়গা পাবে কিনা সন্দেহ। কেউ জানেনা কারা চলেছে ঐ পাশাপাশি, কেন তাদের চলতে কষ্ট হচ্ছে, কেন বারে বারে পড়ছে পিছিয়ে। তাড়াতাড়ি চলো, নইলে কোনো শরাইখানায়ই আর জায়গা পাবে না।

শুধু আকাশের ওপার থেকে মুখ বাড়িয়ে স্বর্গদূতেরা দেখছেন, বিশ্বের ভগবান তাঁর ক্ষুদ্র মর্তধামে জন্ম নিতে চলেছেন কিন্তু তাঁর জন্যে জায়গা নেই।

নেই, নেই, কোথাও জায়গা নেই, পথ-ঘাট লোকে লোকারণ্য। যে শরাইখানার কাছে এসে দুজন দাঁড়াল, তা আগাগোড়া বোঝাই, ভিতরের উঠোনে পর্যন্ত জনতার ঢেউ। বিপদের উপর বিপদ, মেরীর প্রসববেদনা শুরু হল। শীতের রাত, কোথায় সে একটু আশ্রয় পাবে, কোন মেয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে? দেখা গেল পাশেই একটা ঘোড়ার আস্তাবল, তারই ধারে বসে পড়ল মেরী। আস্তাবলের মালিকের কেন কে জানে দয়া হল, সে স্বামী-স্ত্রীকে আস্তাবলের মধ্যে আশ্রয় দিল।

সেই হতচ্ছাড়া আস্তাবলে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাতা মেরীর কোলে ভগবান যীশু আবির্ভূত হলেন। মা শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে ঘোড়ার জাব-দেবার ডাবরে শুইয়ে রাখল।

যারা তুচ্ছ ও সাধারণ, তারা এবার আশ্বস্ত হোক, তাদের যীশু কী করুণ তুচ্ছতার মধ্যে জন্ম নিলেন। যারা নিরাশ্রয়, তারা এবার

আশ্বস্ত হোক, তাদের যীশু জন্মক্ষণে কোথায় স্থান পেলেন। যারা দিরদ্র তারা এবার আশ্বস্ত হোক, তাদের যীশু কী সামান্য বসনে আবৃত হয়ে কোথায় নিলেন তাঁর প্রথম শয্যা।

আর কি বলা যাবে ভগবান দুরেব কেউ, ভয়ের কেউ। তিনি তো প্রাসাদে আসেননি, আসেননি প্রাচুর্যের আবাসে, কই, তাঁর আসার ক্ষণে একটি কোথাও শঙ্খধ্বনি উঠল না। তিনি যে আমাদের মত নিঃসম্বল হয়েই এসেছেন, আমাদের সকলের সমান হয়ে। আমাদের কত বড় সান্ত্বনা, তিনি দীনহীন আমাদেরই একজন। ছোট ছোট অসহায় দুটি হাত আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা তাঁকে হৃদয়ে তুলে নিতে পারি। 'কে কোথায় শ্রান্ত-ক্লান্ত আছ, কে আছ ভারক্লিষ্ট, এস আমার কাছে, আমি তোমাকে শান্তি দেবো।' আর কোথাও রাজসমারোহের মধ্যে জন্ম নিলে আমরা কি তাঁর প্রতি উৎসুক হতে সাহস পেতাম? পারতাম কি বুকে ধরতে? ভিড়, ভিড়, আমাদের হৃদয়েও নানা কামনা-বাসনার ভিড় বই কি, তাঁকে স্থান দিতে পারি কই, তবু আমাদের সেই আবর্জনার আস্তাবলেই তিনি স্থান নিতে সম্মত। আর কি আমরা তাঁকে জায়গা না দিয়ে থাকতে পারব? পারব কি তাঁর চিরন্তন বাসাটির কথা ভুলে থাকতে?

তাঁর জন্মের খবর প্রথম পৌঁছুলও দীনহীন সাধারণ মানুষের কাছে— ভেড়া-চরানো মেঠো রাখালের কাছে। সেই রাতে রাখালেরা রাত জেগে মাঠে ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল। শীতের রাত, আকাশ সহস্র তারায় ঝক-ঝক করছে, তাদের সামনে দাঁড়াল এক স্বর্গদূত। স্বর্গীয় জ্যোতিতে চার দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভয়ে পাথর হয়ে গেল রাখালেরা। 'ভয় পেয়োনা।' বললে স্বর্গদূত, 'আমি তোমাদের জন্যে, সকলের জন্যে, আনন্দময় শুভসংবাদ এনেছি। তোমাদের মুক্তিদাতা ভগবান খৃষ্ট ডেভিডের শহরে, বেথলেহেমে, জন্ম নিয়েছেন। দেখ গে আস্তাবলে পশুর জাব দেবার ডাবরে শুয়ে আছেন কাপড় জড়িয়ে।'

তূরী-ভেরী সহ মশাল হাতে শোভাযাত্রা করে কোনো রাজকীয় ঘোষণা নয়, মুক্ত মাঠে নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশের নিচে একটি বিনম্র

ঘোষণা—সমস্ত মানুষের যিনি আকাঙ্ক্ষিত তিনি এসেছেন, হ্যাঁ, তিনি তোমাদেরও একজন, যাও দেখে এস গে।

'উর্ধ্বলোকে ভগবানের জয় হোক।' আরো-আরো স্বর্গদূত সেখানে উপস্থিত হয়ে স্তব আরম্ভ করল : 'উর্ধ্বলোকে ভগবানের জয় হোক। আর পৃথিবীতে যাদের তিনি সর্বশুভ বিধান করেন সেই মানুষের জীবনে শান্তি আসুক।'

স্বর্গদূতেরা অদৃশ্য হয়ে গেলে রাখালেরা ব্যাকুল হয়ে উঠল। চলো বেথলেহেমে চলো, নিজের চোখে দেখে আসি। পা চালিয়ে চলো। কে জানে আমরাই হয়তো প্রথম দেখব।

প্রভু যদি আস্তাবলে পশুর জাবের পাত্রে না ভূমিষ্ঠ হতেন তা হলে কি ঐ নগণ্য রাখালের দল তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত? দাঁড়াতে পারত কি অগণন সাধারণ মানুষের জনতা?

রাখালেরা ছুটল দ্রুত পায়ে।

আমরা অকিঞ্চনের দল, আমাদেরই কাছে প্রভুর আসার সংবাদ প্রথম এসেছে। আমরা অন্ত্যজনের দল, প্রভুকে প্রথম দেখার সৌভাগ্যও আমাদেরই হোক।

দেরি কোরো না। পিছিয়ে পোড়ো না। বিশ্রাম করবার সময় নেই।

কিন্তু আস্তাবলটা কি চিনতে পারব? খুঁজে পাব সেই জাব দেবার ডাবর?

কে জানে কে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল রাখালদের। ঐ, ঐ তো আস্তাবল। স্বর্গদূত ঠিক বলেছে ঐ তো দেখা যাচ্ছে সেই জ্যোতির্ময় শিশু। ডাবরের মধ্যে কাপড়ে-জড়ানো ঐ তো সেই অরূপরতন!

কিন্তু লোকেরা বাজনা বাজাচ্ছে না কেন, কেন গান গাইছে না?

ইহুদি পরিবারে যখন শিশুর জন্ম হয় বাইরের লোক জড়ো হয় দরজায়, জিজ্ঞেস করে, কী হল, ছেলে না মেয়ে? যদি শোনে মেয়ে, চুপচাপ চলে যায়। যদি শোনে, ছেলে, বাজনা বাজায়, গান ধরে, আনন্দে মেতে ওঠে।

এই যখন প্রথা, তখন এই নবজাতকের জন্যে গান-বাজনা হচ্ছে না কেন? যে ছেলে পরম দুঃস্থতার মধ্যে আস্তাবলে জন্মেছে তাকে কে অত মর্যাদা দেবে? তার জন্যে আবার কিসের বাদ্যভাণ্ড?

কিন্তু অন্তরীক্ষে ও কিসের গীতধ্বনি ? কারা গান গাইছে ? কারা বাজনা বাজাচ্ছে ? অবহিত হও, গভীরে কান পাতো, শুনতে পাবে। স্বর্গদুতেরা গান গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে। এই শিশুর জন্মদিনে মর্তের মানুষ কেউ আসেনি, অমর্তের বার্তাবহই এর গায়ক-বাদক।

'শোনো স্বর্গদূত আমাদের কী বলেছে।' রাখালেরা উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঃ 'আমাদের রাজা, আমাদের মুক্তিদাতা এসেছেন। শুয়ে আছেন কাপড়ে জড়িয়ে জাবের ডাবরে। আমরা তাঁকে চিনেছি। এই শিশুই আমাদের সেই রাজা, সেই রাজরাজেশ্বর।'

যে যেখানে ছিল ছুটে এল। বিস্ময়ে নিষ্পলক হয়ে রইল। বলাবলি করতে লাগল, রাখালেরা বলে কী।

মেরীই শুধু অন্তরের গভীরে রইল নিস্তব্ধ হয়ে।

রাখালদের একজন বললে, 'শিশুকে আমাকে একটু কোলে করতে দেবে ?'

মেরী কাপড়ে-জড়ানো শিশুকে রাখালের প্রসারিত বাহুর মধ্যে তুলে দিল। রাখালের ছিন্ন দরিদ্র পোশাক; হাতে-পায়ে ধুলোমাটিমাখা, তবু মাতা মেরী এতটুকু সঙ্কোচ করল না, বিশ্বভুবনের রাজাকে একটি নম্র-পেলব শিশু করে মানুষের হৃদয়ের কাছটিতে পৌঁছিয়ে দিল। সেই স্পর্শের উত্তাপে কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হল, মুদ্রিত প্রাণ প্রকাশিত হল, জীবনে এল নতুন করে বেঁচে ওঠার, বেজে ওঠার প্রেরণা।

যে দীনাতিদীন, ধূলিম্লান, যে উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত, তারও বাহুর ঘেরের মধ্যে বুকের নিবিড় নিভৃতিতে চলে এসেছেন ভগবান।

শিশুকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে রাখালেরা ফিরে চলল ভগবানের গুণগান করতে-করতে।

ইহুদিদের বিধান অনুসারে নব-জাতকের পক্ষে করণীয় যা কৃত্য তা পালন করা হল। প্রথম কৃত্য, জন্মের অষ্টম দিনে ত্বকচ্ছেদ ও নামকরণ। মেরীর শিশুর নাম যীশু—জন্মের আগেই তো রেখে দিয়েছে গাব্রিয়েল। আর যীশু নামের অর্থই তো নিস্তার।

দ্বিতীয় কৃত্য ভগবানের কাছে নিবেদন। যদি প্রথম সন্তান ছেলে

হয় তবে তাকে ভগবানে সমর্পণ করে দিয়ে পাঁচটি চলিত মুদ্রার বিনিময়ে ফিরিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ ছেলে ভগবানের, তুমি তার জিম্মাদার মাত্র। ভগবানের ধন তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে।

ক্ষণকালের ভোগদখল তোমার কিন্তু আসল স্বত্ব ভগবানের।

মুদ্রা পাঁচটি অবশ্য যাজকদের প্রাপ্য। আর এই অনুষ্ঠান করতে হবে পারতপক্ষে ছেলের জন্মের ঐকত্রিশ দিনের মধ্যে।

তৃতীয় বা শেষ কৃত্য শুদ্ধীকরণ। সন্তানের জন্মের পর মা অশুচি থাকবে, ছেলে হলে চল্লিশ দিন, মেয়ে হলে আশি দিন। অশৌচ অবস্থায় মা, গৃহস্থালির সব কাজ করতে পারবে কিন্তু মন্দিরে যেতে পারবে না, কোনো ধর্মোৎসবেও পারবে না যোগ দিতে। অশৌচের দিন সমাপ্ত হলে মাকে মন্দিরে গিয়ে দুটি বলির ব্যবস্থা করতে হবে— একটি ভেড়ার বাচ্চার, আরেকটি পায়রার। ভেড়ার বাচ্চার দাম অনেক, তাই গরিবেরা তার বদলে দ্বিতীয় পায়রা জোগাড় করতে পারে। জোড়া পায়রার অভাবে সম্ভব হলে জোড়া ঘুঘু। এই পাখি-গুলিকে বলা হয় গরিবের উৎসর্গ।

বিহিত দিনে মেরী তার যোসেফ শিশুকে নিয়ে জেরুজালেমে এসে ভগবানের কাছে তাকে নিবেদন করে দিল। যথাযথ মানল আচারবিধি।

কিন্তু শুদ্ধীকরণের বাবদ সে কী উপচার এনেছে? পশু আর পাখি? অত টাকা কোথায় পাবে মেরী? সে যে গরিব, ঘোর গরিব। প্রভু যে গরিবের আবাস পছন্দ করলেন। তাই তার পক্ষে গরিবের উপচার, গরিবের উৎসর্গ। সে দুটি ঘুঘু ধরে এনেছে।

জেরুজালেমে সিমেয়োনের খুব নাম-ডাক। সে যেমন সৎ তেমনি ধর্মপ্রাণ। যেমন ভক্ত তেমনি বিশ্বাসী। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি।

সব ইহুদির মত সেও বিশ্বাস করত যে ইহুদিরা ঈশ্বরের নির্বাচিত। ভগবান একদিন অবতীর্ণ হয়ে তাদের মুক্ত করে দেবেন। সেই অবতরণের জন্যে প্রতীক্ষা করছে সিমেয়োন। প্রতীক্ষা করছে প্রার্থনায়, পূজায়, নির্বিচল বিশ্বাসে। সেই অবতরণের দিনই ইহুদিদের আরোগ্যের দিন, উপবাসের দিন।

কিন্তু কবে সেদিনের অভ্যুদয় হবে কে জানে? হয়তো সিমেয়োনের

জীবদ্দশায় নয়। তবে বেঁচে থেকে সুখ কী? যদি তোমার দেখা না পাই, সিমেয়োন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তবে এই দেহ ধরেছি কেন, কেন চোখে এত তৃষ্ণা, হৃদয়ে এত ক্ষুধা? আমাকে তবে তোমার কাছে টেনে নিয়ে যাও।

পবিত্র আত্মা সিমেয়োনকে স্পর্শ করল, বললে; যতদিন পর্যন্ত না ভগবান-চিহ্নিত মুক্তিদাতার দেখা পাও ততদিন পর্যন্ত তোমার মৃত্যু নেই।

এই পবিত্র আত্মাই সিমেয়োনকে আকর্ষণ করে মন্দিরের অভ্যন্তরে নিয়ে এল। দেখ ওখানে কে এসেছে। চিনতে পারো?
সিমেয়োন দেখল সেখানে যোসেফ, মেরী ও মেরীর কোলে শিশু—শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে এসেছে। এক নিমেষেই চিনতে পারল শিশুকে। বললে, 'ওকে আমার কোলে দাও।'

শিশুকে কোলে নিয়ে সিমেয়োন স্তব করতে সুরু করল: 'হে পরমেশ্বর, আমি তোমার চিহ্নিতকে আমার রাজ-রাজেন্দ্রকে চিনে নিয়েছি। এবারে তোমার দীন সেবককে মুক্তি দাও, সে এবার শান্তিতে চলে যাক।

সমগ্র জাতির মুক্তির জন্যে তুমি যে প্রতিভূকে পাঠিয়েছ সেই মুক্তিদাতাকেই আজ প্রত্যক্ষ করলাম। প্রত্যক্ষ করলাম একটি অম্লান দীপশিখা যা তোমার প্রকাশকে বিজাতীয়দের কাছে স্পষ্ট করবে আর তোমার নির্বাচিত ইস্রায়েলীদের কাছে করবে মহিমান্বিত
এই স্তব শুনে যোযেফ আর মেরী তো অবাক।

তাদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ করল সিমেয়োন। মেরীকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোমার এই শিশু ইস্রায়েলে অনেকের পতনের কারণ হবে—এবং অনেকের উত্থানের। একটি বিরল উদাহরণ হয়ে বিরাজ করবে। অনেকেই তাকে মানতে চাইবে না, তার বিরুদ্ধতা করবে। আর তোমার হৃদয় তরবারির আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মাকে এ কী নিদারুণ কথা!

তাছাড়া আর কী! যখন আপন দেশের লোক যীশুকে প্রত্যাখান

করবে তখন সে দৃশ্য মেরী সহ্য করবে কী করে? তার হৃদয় তখন দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে না?

কিন্তু কেন, প্রত্যাখ্যান করবে কেন?

প্রত্যাখ্যান না করলে যে শরণাগত হতে হয়। যীশু এমন নয় যে তার সান্নিধ্যে এসে কেউ উদাসীন হয়ে থাকবে বা চলে যাবে উপেক্ষা করে। হয় সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে বশীভূত হতে হবে নয়তো অহঙ্কারে বিমূঢ় হয়ে প্রাতিকূল্য করতে হবে। যারা অহঙ্কারী অবিশ্বাসী তারাই পড়বে, আর যারা আর্ত, আহত, অনুদ্ধত, প্রভুতে শরণাগত, তাদেরকেই তিনি বিজয়ী করবেন।

মন্দিরের এক কোণে থাকে এক বৃদ্ধা বিধবা; চুরাশি বছর বয়েস, নাম তার আন্না। শুধু সাত বছর স্বামীর ঘর করেছিল, তার পর থেকেই সে ভগবানের সেবা-পূজায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। এখন এই মন্দিরই তার সংসার। দিনে-রাতে কখনো সে মন্দির ত্যাগ রেনি, ম্লান হতে দেয়নি তার প্রতীক্ষার প্রদীপ। কিসের প্রতীক্ষা? রিত্রাতা প্রভু একদিন আসবেন সশরীরে। তারই জন্যে প্রার্থনায় ন কাটিয়েছে। কাটিয়েছে কঠোর উপবাসে, কঠোরতর কৃচ্ছ্রসাধনে। ক্ষণ প্রভুর আসার আশায় ভরে রয়েছে।

নিষ্কিঞ্চনা আন্নার দুই বিত্ত দুঃখ আর আশা। দুঃখ তাকে নম্র করেছে, গভীর ভূমিতে ভগবানে বিলগ্ন করেছে। আর চুরাশি বছরেও সে আশা ছাড়েনি। আশাই যে তার বিশ্বাসকে অটল রেখেছে। সমুদ্রের কোথাও পার আছে এইটি বিশ্বাস আর সে-পারে প্রভু আমাকে একদিন পৌঁছে দেবেন এটিই আশা। নইলে তিনি আমার জীবনতরীর মাঝি হয়েছেন কেন? কেন পূজায় প্রার্থনায় জাগিয়ে রেখেছেন এতকাল? চুরাশি বছর কি কম দিন? আমাকে নিষ্ফল রেখে তিনি কি ভেবেছিলেন আমি আশা ছেড়ে দেব? না কি ভুলে যাব প্রার্থনা?

এই তো, এই তো তিনি এসেছেন মন্দিরে। আন্না ভগবানের স্তব শুরু করল। যারা জমায়েত হয়েছিল তাদের বললে, 'আপনারা

জানতেন আমি ভবিষ্যৎদর্শী—যে ভবিষ্যৎ এতদিন দেখেছিলাম ধ্যানচোখে তাই আজ প্রত্যক্ষে রূপায়িত। শুনুন, আমার কথা, এই শিশুই আমাদের মুক্ত করবেন।'

শুদ্ধীকরণের পর মেরীদের তো নাজারেথেই ফিরে যাওয়া উচিত।

কিন্তু, না, তারা বেথলেহেমে ফিরে এল। সেখানে আর কোন লীলা হবে ভগবান জানেন।

পূর্ব দেশ থেকে কজন জ্ঞানী ব্যক্তি সে সময়ে বেথলেহেমে এসে উপস্থিত হল। জনে-জনে জিজ্ঞেস করতে লাগল: 'ইহুদীদের নতুন রাজা কোথায় জন্মেছেন?'

নতুন রাজা! পণ্ডিতেরা বলল বা! বিদেশী বলে কি ওরা কিছুই জানে না? আমাদের একমাত্র রাজা হেরড।

'নতুন রাজা জন্মেছেন এ তোমরা কী বলছ?' কেউ-কেউ প্রশ্ন করল পণ্ডিতদের।

'হ্যাঁ, আমরা নতুন এক তারা দেখেছি আকাশে।'

'তারা! কোথায় সেই তারা?'

'প্রথম উদয়ক্ষণে আমাদের দেখা দিয়েছিল, দরকার হলে আবার দেখা দেবে। সেই তো রাজার তারা। রাজার জন্মগ্রহণের নিদর্শন। বলো কোথায় রাজা? কোন ঘরে? আমরা তাঁকে পূজা করতে এসেছি।'

কে জানে কোন তারা দেখেছে এই জ্ঞানী-গুণীরা—যাদের আরেক নাম 'ম্যাজাই'—কী আকর্ষণে ছুটে এসেছে দেশান্তর থেকে! এরা জ্যোতিষবিদ্যায়ও পারঙ্গম, তারার উদয় থেকেই বুঝতে পেরেছে রাজার জন্ম হল।

তবে তিনি কি এসেছেন? পথের লোকেরা পরস্পর অস্ফুটে বলাবলি করতে লাগল। তবে কি আমাদের প্রত্যাশার পূরণ হল এতদিনে? মুখে যাই বলুন, অন্তরে সকলে এই আবির্ভাবের জন্যেই উৎকণ্ঠিত—রাজার আবির্ভাব। আলোকের রাজা, আনন্দের রাজা, ভালোবাসার রাজা। মানুষ অতি সাধারণ কিন্তু আবির্ভাব রাজকীয়,

উদ্‌ঘাটন রাজকীয়। আমরা যে অন্তরের নির্জনে তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করছি। এই প্রতীক্ষাই টেনে অনেছে সেই আবির্ভাবকে।

কিন্তু কোথায় ?

হেরডের কানে গেল সে কথা। সে উদ্বিগ্ন হল। প্রধান যাজকদের ডেকে পাঠাল। প্রাচীন জ্যোতিষীরা ঈশ্বরের অভিষিক্ত প্রতিনিধি কোথায় জন্মাবে বলে বলেছিল ?

'বেথলেহেমে।'

'কেন, বেথলেহেমে কেন ?'

'প্রাচীন এক মহর্ষি তাই লিখে গেছেন। বেথলেহেমকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, তুমি জুডিয়ার আর সব স্থানের চেয়ে হীন নও। ধৈর্য ধরো, তোমার কোলেই আমাদের নেতার আবির্ভাব হবে। তিনিই আমার ইস্রায়েলের মানুষদের প্রতিপালন করবেন।'

হেরড চিন্তিত হল। তবে সেই প্রতিপালকই তো ওদের সেই রাজা। আর সেই রাজা আসবে তো তাকে রাজ্যচ্যুত করতে।

এক রাজ্যে দু-জন রাজা থাকে কী করে ?

হেরডকে চিন্তিত দেখে সমস্ত জেরুজালেম চিন্তিত। কেননা হেরডের এখন একমাত্র চিন্তা তো কী করে নতুন রাজাকে পরাস্ত করা যায়। হেরডকে চিনতে আর কারু বাকি নেই। কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী—বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে হেরডের হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য।

পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের গোপনে ডাকল হেরড। সাধু সাজল। জিজ্ঞেস করল, কবে আপনারা তারাটিকে প্রথম উঠতে দেখলেন ?

তার মানে কৌশলে জেনে নিল নতুন রাজার বয়স কত ?

তারপর স্বচ্ছন্দ মনে বললে, 'বেশ তো আপনারা যান বেথলেহেমে, নতুন শিশুটির সন্ধান নিন। সন্ধান পেলেই খবর দেবেন আমাকে। খবর পেলে আমিও যাব, আমিও তার বন্দনা করব।'

পণ্ডিতেরা বেথলেহেমের পথ ধরল।

ঐ দেখ, সেই তারা আবার ফুটে উঠেছে। পণ্ডিতেরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল। ঐ দেখ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে।

কত দূর পথ হেঁটে এসেছে কে বলবে। কখনো তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, তারার দিকে, কখনো বা মাটির দিকে, পথের দিকে। এ কী, তারা যে আর চলে না—পথ কি তবে শেষ হয়ে এল? ধীরে ধীরে তারা একটি গৃহের উপরে এসে স্থির হল। তবে কি এই গৃহেই রাজার আবির্ভাব হয়েছে?

হ্যাঁ, এই গৃহেই। ওরা ভুল দেখেনি, ভুল শোনেনি। এই গৃহেই মাতা মেরীর কোলে শুয়ে আছেন অধিরাজ।

ওরা ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশুকে প্রণাম করল, বন্দনা করল, নিজেদের রত্নপেটি খুলে বার করল সোনা, ধুনো আর গুগগুল। উপহার দিল শিশুকে। যে রাজা তার জন্যে সোনা, যে যাজক যার মন্দিরে অধিষ্ঠান তার জন্যে ধুনো আর যার একদিন দেহাবসান হবে তার জন্যে গুগগুল। ধাতুর রাজা সোনা, মানুষের রাজা যীশু। তাই রাজার জন্যে রাজোপহার। যীশু আবার মন্দিরবাসী পুরোহিত, তার কাজ মানুষকে ঈশ্বর-সকাশে নিয়ে যাওয়া—আর মন্দিরে এই ধুনোর সুগন্ধ। তাই ধুনো এই মন্দিরের কথা ভেবে, পূজা ও প্রার্থনার প্রেক্ষিতে। কিন্তু গুগগুল কেন? গুগগুলের নির্যাস তো মৃতদেহের জন্যে। তবে কি যীশু মরবে? এই গুগগুলে কি সেই মরণের সঙ্কেত?

হ্যাঁ, যীশু শুধু বাঁচে না, যীশু মরে। বাঁচার মতো বাঁচে, মরার মতো মরে। মানুষের জন্যে বাঁচে, মরেও মানুষের জন্যে। জীবন আর মৃত্যু দুইই মানুষকে দু-হাতে উপহার দেয়। জীবন অর্থ সর্বস্ব অর্পণ আর মরণ অর্থ অমর মুক্তি।

পণ্ডিতেরা বাড়ি ফিরে চলল, কিন্তু জেরুজালেম হয়ে নয়, অন্য পথ দিয়ে। স্বপ্নে তারা আদেশ পেল যেন হেরডের সঙ্গে দেখা না করে, যেন সে শিশুর কোনো হদিস না পায়।

এদিকে পণ্ডিতেরা ফিরছে না দেখে হেরড নিদারুণ উদ্বিগ্ন হল। কেন এত দেরি করছে? ওরা কি এখনো শিশুর খোঁজ পায়নি? না কি তাকে ছলনা করেছে? রাগে জ্বলতে লাগল হেরড।

'ওঠো,' যোসেফকে স্বপ্নে আদেশ করল স্বর্গদূত, 'শিশু ও তার মাকে

নিয়ে মিশরে পালাও। যতদিন না আবার আদেশ করব মিশরেই থাকবে। শিগগিরই হেরড এই শিশুকে হত্যা করবার জন্যে চারদিকে খুঁজে বেড়াবে। তার রাজত্বের এলাকা থেকে বেরিয়ে পড়ো।'

যোসেফ মেরীকে তুলল ঘুম থেকে। বললে বিপদের কথা। আর কথা নেই, এই মুহূর্তেই যাত্রা করি। রাত এখনো ভোর হয়নি। অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়াই ভালো।

কোলে শিশু, গাধার পিঠে বসল মেরী। রাজা কোলে মহারাণী। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে সঙ্গে যোসেফ হেঁটে চলল। এক পা করে এগোচ্ছে যেন হেরডের উদ্যত অস্ত্র থেকে পালাচ্ছে এক পা।

কই আজও পণ্ডিতদের ফেরার নাম নেই। রাগে জ্বলতে-জ্বলতে হেরড আগুন হয়ে উঠল। বুঝল পণ্ডিতরা তাকে পরিহার করেছে। সৈন্যদের বললে, আমার আদেশ, বেথলেহেমে যাও, দু-বছর বয়সের নিচে যত শিশু পাও নির্বিচারে হত্যা করো।

শুধু বেথলেহেমে?

আশে-পাশে যত জায়গা পাও সবখানে। সে নতুন রাজাকে বাঁচতে দেওয়া হবে না।

হেরডের সৈন্যরা শত্রুনিধনে মেতে উঠল। ঘরে ঘরে ঢুকে তাণ্ডব সুরু করে দিল। দু বছরের কম মনে হলেই কচি ছেলেদের ধরে খুন করতে লাগল। দোলায় ঘুমুচ্ছে ছেলে, ঐ তার শেষ ঘুম। বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে ছেলে, ঐ তার শেষ হাসি। মা প্রাণপণে ছেলেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেছে। তার বুকের থেকে জোর করে কেড়ে নিচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড, তার চোখের থেকে কেড়ে নিচ্ছে তার নয়ন-মণি। চারদিকে বুকফাটা করুণ আর্তনাদ—রক্তলোলুপ নর-পিশাচদের তবু একবিন্দু মায়া নেই, মমতা নেই। তারা যে হেরডের অনুচর। হেরডের আজ্ঞাবহ।

কে হেরড? আধা-ইহুদি, আধা-বেদুইন, রোমানদের সাহায্যে

প্যালেস্টাইনের রাজা হয়ে বসেছে, শুধু গুপ্তচর আর ঘাতকের সাহায্যে টিকিয়ে রাখছে রাজত্ব। নৃশংসতাই তার জীবনের জলবায়ু। একবার সন্দেহ হয়েছে কেউ তার প্রতিকূল, অমনি তাকে সে নির্মূল করেছে। নিজের মা আলেকজান্ড্রাকে খুন করতে সে দ্বিধা করেনি। শুধু মা নয়, একাধিক স্ত্রীও গিয়েছে ঐ পথে। মা আর স্ত্রী ছাড়া তার আত্মজন আর কে আছে? তার তিন ছেলে তাদের মধ্যে দুজনকে, আলেকজাণ্ডার ও এরিস্টবুলাসকে গলা টিপে মেরেছে আর বাকি আণ্টি-পেটারকে সিংহাসন দেবে বলে প্রলুব্ধ করে নিয়ে এসে বন্দী করে রেখেছে। ওরা যখন পুত্র ওরা সিংহাসনের অভিলাষী, অতএব ওরা পিতার শত্রু। কে জানে হেরডের জীবদ্দশায়ই ওরা ওদের হিংস্র হাত বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং ওদের নির্বিষ করা দরকার। আর একেবারে নিপাত না হলে নির্বিষ হবার নয়।

সম্রাট অগস্টাস বলেন, হেরডের ছেলে হবার চাইতে হেরডের শুয়োরের বাচ্চা হওয়া বেশি নিরাপদ।

অনুচরেরা শিশুর সন্ধানে বেথলেহেম ছাড়িয়েও ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু বাড়ি নয়; পথঘাট বন জঙ্গলও দেখছে সতর্ক চোখে, পাহাড় পেলে তার গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। অনেক শিশু তারা মেরেছে তবুও শান্ত হতে পারছে না। কে জানে যাকে তারা চায়—যাকে আবার সকলে চায়—সেই বাদ পড়েছে কিনা।

পথ চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে যোসেফ, সন্ধে হয়ে এসেছে আর ঠাণ্ডাও এখন প্রবল। এত প্রবল যে মাটির উপর শিশিরের সাদা আস্তরণ জমে গিয়েছে। সামনেই একটা পাহাড় দেখে আশ্বস্ত হল যোসেফ, মেরীকে বললে, দেখি এর মধ্যে গুহা পাই কি না। যদি পাই, ভয় নেই, ঐ গুহাতেই আশ্রয় নেব।

পাহাড়ের গায়ে গুহা মিলল। মুখটা ছোট তবু তার মধ্যে আশ্রয় নিল তিন জন—যোসেফ, মেরী আর যীশু। কী দারুণ শীত, যীশুকে মা বুকের উত্তাপে ঢেকে রাখল। কিন্তু মনে হল এ যেন শীতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ হচ্ছে না। কাপড়-চোপড় যদি আরো একটু

বেশি থাকত। নিজেদের ভাবনা কে ভাবে, যত ভাবনা এই শিশুর জন্যে।

যীশুকে দেখে একটা মাকড়সার মায়া হল। সে ভাবলে আমি ওকে গরম রাখার জন্যে কী করতে পারি? আমার তো একটাই কাজ, জাল বোনা, তাই করি সুন্দর করে। মাকড়সা সেই গুহামুখে জাল বুনতে লাগল। তার সেই সামান্য কাজ অসামান্য যত্নে সে ভগবানের সেবায় নিবেদন করল। গুহামুখে জালের আবরণ রচনা করল। এই আবরণ শিশিরকে ঠেকাবে কিছুটা। বলা যায় না আরো কোনো উপকারে লাগবে কিনা।

'এই গুহাটা একবার দেখবে?' হেরডের এক সৈন্য আরেক সৈন্যকে জিজ্ঞেস করল।

'চলো দেখি।'

মারণ-উন্মাদ দুই সৈন্য গুহামুখে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু ভিতরে ঢুকে কী হবে? দেখছ না গুহামুখে মাকড়সার জাল, জালের উপর শিশিরের শাদা আস্তর বিছানো। যদি গুহায় কেউ আশ্রয় নিত ঐ মামড়সার জাল আস্ত থাকত না। যেহেতু মাকড়সার জাল নিটুট রয়েছে, তাতে আবার শিশিরের আচ্ছাদন, ঐ গুহায় কোনো মানুষ নেই।

ঠিক বলেছ, চলো আর কোথাও খুঁজি গে। সৈন্যরা চলে গেল।

প্রভাত হলে আবার যাত্রা করল যোসেফ—সঙ্গে মেরী, মেরীর কোলে যীশু। এবার পথে ডাকাত পড়ল। ডাকাতেরা চাইল খুন করে লুট করে নিতে। লুটের জিনিসও বা কত। সামান্য কিছু চাল-ডাল তেল-নুন, কিছু বাসন-কোসন, তারই উপর লোভ। বেশ, জিনিস নিলে, স্বামী-স্ত্রীকেও খুন করলে, কিন্তু ঐ নিষ্পাপ শিশুটির কী করবে? তাকেও খুন করবে? কেন, সে কী করেছে?

না, ওর গায়ে হাত তুলতে পারবে না। ডাকাতদের সর্দার দিসমাস বাধা দিল। কী মধুর চোখে তাকিয়ে আছে দেখ না। এমন দৃষ্টি আর কোথাও দেখেছ? শুধু শিশুকে ছেড়ে দেবে না, তার বাবা-মাকেও

ছেড়ে দেবে। আর ওদের ঐ সামান্য জিনিসে লোভ করা শোভা পায় না।

দিসমাস বুঝি সেই চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আরো কিছু বেশি দেখল। বললে, যদি কোনোদিন আমাকে ক্ষমা ও করুণা করার দিন আসে, তখন আমাকে তুমি ভুলোনা, আজকের এই মুহূর্তটি মনে কোরো।

পরে কালভারি পাহাড়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে দেখছিল দিসমাস। তাঁর ক্ষমা ও করুণার মৃত্যুঞ্জয় স্পর্শটি সমস্ত আত্মিক চেতনায় অনুভব করেছিল।

যোসেফরা মিশরে এসে পেঁছুল।

'এখানে কতদিন থাকবে ?'

'যতদিন না স্বর্গদূত ফের চলে যেতে আদেশ করে।' যোসেফ মনে করিয়ে দিল।

ধৈর্য ধরো। প্রতীক্ষা করো। সসম্ভ্রম নিজের কাজটুকু শুধু সমাধা করে যাও।

হেরডের সাংঘাতিক অসুখ করেছে। যখন প্রজারা শুনল ডাক্তার আশা নেই বলে দিয়েছে তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের উল্লাস বিদ্রোহের আকার নিল। মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করল না, তার আগেই অশাসনের বান ডেকে আনল। কিন্তু এখনো তো হেরডের প্রাণ আছে, সৈন্য আছে, তাই আন্দোলন প্রসারিত হতে পারল না। বিদ্রোহের দুই নেতা জুডাস আর ম্যাথিয়াসকে সে পুড়িয়ে মারবার আদেশ দিল। আর সমস্ত বিদ্রোহের মূলে বন্দী পুত্র আণ্টিপেটার, সেই অনুমানে তাকেও হত্যা করল।

তবুও রোগের নিরসন হল না। শত বল বুদ্ধি অহঙ্কারকে পরাভূত করে মৃত্যু দেখা দিল।

মিশরেও খবর পেঁছিল হেরডের অন্ত হয়েছে। স্বর্গদূত যোসেফকে স্বপ্নে আদেশ দিল, এবার তবে শিশু ও তার মাকে নিয়ে ইস্রায়েলে ফিরে যাও।

ইস্রায়েলে গিয়ে শুনল জুডিয়ার রাজা হয়েছে হেরডের অন্য এক ছেলে, নাম আরখেলাও। তখন যোসেফের জুডিয়ায় যেতে ভয় হল। কেননা, আরখেলাও তার বাপ হেরডের চেয়েও দুর্ধর্ষ।

তখন আবার স্বপ্নাদেশ হলো গ্যালিলিতে ফিরে যাও, ফিরে যাও তোমার সেই নাজারেথে।

পুরাকালে এই ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল—তাঁকে সবাই, নাজারেথী বা নাজারেথের লোক বলবে।

নাজারেথে মায়ের কোলে দিনে-দিনে বড় হতে লাগল যীশু। যীশু যখন ঘুমোয় দুটি কচি হাত মুঠো করে ঘুমোয়। তার বদ্ধ দুই মুঠিতে জীবন-মৃত্যুর রহস্যভেদের দুটি চাবি বুঝি সে লুকিয়ে রেখেছে। মেরী ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখে। অন্তরের অন্তরে জানে যীশু কে কিন্তু বাইরে তার প্রতি এক বিন্দু ঈশ্বরবুদ্ধি নেই, ষোল আনা সন্তানবুদ্ধি।

যীশু একান্ত করেই মায়ের ছেলে, মাটির মানুষ, সংসারের একজন।
আহা, সে বড় হোক, মানুষ হোক, সকলের মুখ আলো করুক।
ক্রমে ক্রমে হাঁটতে চলতে কথা কইতে লিখতে পড়তে শিখল যীশু।
যীশুর বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কাহিনী কোথাও বিশদভাবে বর্ণিত নেই। ভক্ত গবেষকের দল পারিপার্শ্ব থেকে, পরবর্তী কাহিনী ও বিভিন্ন উক্তি থেকে, তা যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইহুদিরা চায় প্রত্যেকটি শিশুই লেখাপড়া শিখুক। প্রথম বিদ্যালয় নিজের বাড়ি, প্রথম শিক্ষক বাপ-মা। বাইবেলের পঞ্চম পর্বে কী বলা আছে বাপ-মাকে? বলা আছে: শিশুদের যত্ন করে শেখাবে, যখন শুয়ে আছ তখন শেখাবে, যখন উঠে পড়ছ তখনও শেখাবে। তারপর যখন ছ বছর বয়স হবে স্কুলে ভর্তি করে দেবে। প্রত্যেক গ্রামে আছে 'সিন্যাগগ' বা ধর্মসভা, তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট সেই স্কুল: স্কুলের অন্য নাম গ্রন্থ-গৃহ, যেহেতু একটিমাত্র গ্রন্থই সেখানে পড়ানো হয়, আর সে গ্রন্থ বাইবেল।

ছ বছর বয়সে যীশুও নাজারেথের স্কুলে ভর্তি হল। গ্রাম্য পণ্ডিতের কাছে নিতে লাগল ঈশ্বরের পাঠ।

কিন্তু ঈশ্বর তো শুধু লিখিত বাক্যে নন, তিনি আবার অলিখিত অনুভবে। শুধু শাস্ত্রে-পুঁথিতে নন, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে। যীশুর কাছে শুধু স্কুল নয়, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই এক বিরাট গ্রন্থ-গৃহ। যা কিছু দেখে ঈশ্বরকে দেখে, যা কিছু শোনে ঈশ্বরকে শোনে, যা কিছু ছোঁয় ঈশ্বরকেই স্পর্শ করে। যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে সেও বুঝি ঈশ্বরেরই আলিঙ্গন।

পাহাড়ে জায়গা নাজারেথ, আবার মাঠে-নদীতেও সজল-সফল। স্বাধীন সরল বালক যীশু কখনো এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়ায়, কখনো বা একলাটি বসে থাকে চুপ করে। সবুজ মাঠ, ধূসর পাহাড়, সুনীল আকাশ—সব কেমন ঈশ্বরের স্নেহে দিয়ে ভরা। পাথরের গায়ে কত রাজ্যের ফুল ফুটেছে। ঈশ্বর ছাড়া কার সাধ্য এমন বিচিত্র বর্ণিল পরিচ্ছদ তৈরি করে। একটা গাছের পাতায় কত সূক্ষ্ম কারুকাজ! এমন তুলির টান ঈশ্বর ছাড়া আর কার হাতে আসবে। মধুর কণ্ঠে পাখি ডাকছে, এ ঈশ্বরের ডাক না হয়ে যায় না। মাঠে দুটো ভেড়ার বাচ্চা নেচে বেড়াচ্ছে, এ ঈশ্বরের আনন্দ। সব তিনি দেখেন, হিসেব রাখেন। যে পাখির পাখা গজায় নি, উড়তে পারে না, তারও জন্যে ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে আসেন। যে পাখি বাসা থেকে মাটিতে পড়ে যায়, তারও দিকে নজর রাখেন। যে ভেড়া দলছাড়া হয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেও তিনি চোখের বাইরে যেতে দেন না। তা ছাড়া আরো দেখ, সমস্ত প্রাণের উৎসই এই ঈশ্বর। মাটিটা ধুলো হয়ে ছিল, কেমন তাতে ঘন কোমল ঘাস উঠেছে। আর মাঠে একটা বীজ ফেলল, দেখ তাতে কেমন একটি অঙ্কুর গজিয়েছে—তার পরেই বৃন্ত, শীষ, তারপরেই শস্য।

যীশুর মত আর কে এত ভালবেসেছে প্রকৃতিকে ঈশ্বরের দর্পণ বলে জেনেছে।

তার বাপ যোসেফ ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করে, মা মেরীর হাতে যাবতীয় গেরস্তালি। দারিদ্র্যরেখার একটু উপরে অসচ্ছল সংসারে মেরীই জল

টানে, রান্না করে, সুতো বোনে, সেলাই করে, ঝাঁটপাটও তাকেই দিতে হয়। তা ছাড়া ধোয়া-মাজা ধোলাই-পাখলা তো আছেই। গম ভাঙার জাঁতাও সেই ঘোরায়। যে ঈশ্বর-জননী সেও হাসিমুখে সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ পরম নিষ্ঠায় নির্বাহ করে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে কাজ করে বলে সমস্ত কাজই তার পূজা হয়ে ওঠে।

গাঁয়ের কুয়োর জল আনতে যায় মেরী। কলসীতে করে জল নিয়ে মাথায় বয়ে বাড়ি ফেরে। যীশু তখন কিছু বড় হয়েছে, সেও ছোট একটা ঘড়া হাতে করে মায়ের সঙ্গে যায়, ঘড়া ভরে জল নিয়ে আসে। আগুনের জন্যে শুকনো ডাল-পাতা কুড়িয়ে আনে। মাকে এটা-ওটা আরো কিছু সাহায্য করে। বাপেরও ছোট-খাটো ফাই-ফরমাস খাটে। লক্ষ্য করে মা যতক্ষণ বাড়ির মধ্যে থাকে, খালি পায়ে থাকে, চলতে-ফিরতে যখনই কোনো কাজ করে গুন-গুন করে গান গায়। বুঝতে পারে এ গান ঈশ্বরের উদ্দেশে। এ গান তাঁর কৃপার প্রতি কৃতজ্ঞতায়, মেরী জানে, তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে তার দরিদ্র আলয়ে এসে উঠেছেন।

কিন্তু, ছেলের মুখের দিকে বারে বারে তাকায় মেরী - কিন্তু, কবে তিনি প্রকাশিত হবেন?

ইহুদিদের স্যাবাথ বা সপ্তাহের পবিত্র দিন শনিবার। সেদিন যোসেফ মেরী ও যীশুকে নিয়ে ধর্মসভায় যায়। পর্দাঘেরা মেয়েদের জায়গায় মেরী বসে আর যীশু এখন বড় হয়েছে বলে মায়ের সঙ্গে বসে না, পুরুষদের মাঝখানে এসে ঠাই নেয়। সেখানে প্রার্থনা হয়, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রালোচনা হয়। সমস্ত ব্যাখ্যা পাঠ হিব্রু ভাষায় হয় বলে সভায় একজন দোভাষী থাকে, সে 'অ্যারামেইক' ভাষায় তা অনুবাদ করে দেয়। ঐ 'অ্যারামেইক' ভাষাই সাধারণ মানুষের ভাষা, যীশুর ভাষা। ঐ ভাষাতেই যীশুর সমস্ত কথাবার্তা। সকলের বোধগম্য, সকলের হৃদয়রঞ্জন।

শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতে-শুনতে মেরী চমকে ওঠে, কথকেরা বলছেন শিগগিরই পরিত্রাতা আবির্ভূত হবেন। শ্রোতারা আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—

সে কবে, সে কোথায় ? কবে সে প্রকাশিত হবে মেরী তা জানে না কিন্তু সে কোথায় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা সে বলে দিতে পারে।

দিনে দিনে কেমন সুন্দর দেখতে হচ্ছে যীশু। তরুণ বৃক্ষের মত দীর্ঘ হয়ে উঠছে। জাগছে পৌরুষের ব্যঞ্জনা। অথচ কী সুকুমার! নাক কেমন খড়্গের মত উঁচু হয়ে উঠছে। বিশাল গভীর চোখে কী সুদূরপ্রসারী মমতা। যারই চোখ পড়ছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে। এমনটি বুঝি আর হয় না।

মা মেরী আরো যেন একটু বেশি দেখে। দেখে যীশুর মাথা ঘিরে একটি আলোর মণ্ডল।

যীশু তখন বারো বছরের কিশোর, মেরী বললে, 'চলো আমাদের সঙ্গে জেরুজালেম চলো।'

'জেরুজালেম!' যীশুর দুচোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল : 'সেখানে কী?'

'সেখানে নিস্তারপর্বের বার্ষিক উৎসব হবে। এ বছর তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।'

নিস্তার-পর্ব! 'পাস-ওভার!' দাসত্ব-মুক্তির পর ইজিপ্ট থেকে ইস্রায়েলীদের দেশে ফিরে আসার স্মরণ-উৎসব। কাকে স্মরণ করা? ঈশ্বরকে স্মরণ করা, যাঁর শাসনে ইজিপ্টবাসীরা পরাভূত হল, ইস্রায়েলীরা মুক্তি পেল, তাদের আবাস থেকে চলে গেল মৃত্যুদূত।

প্রতি বছরই যোসেফ আর মেরী যায় এই উৎসবে কিন্তু যীশুকে নেয় না। বারো বছর বয়স না হলে এই উৎসবে যোগ দেবার অধিকার জন্মায় না। বারো বছর বয়স হলেই ছেলে 'ধর্মের ছেলে' হয়, তখন থেকেই ধর্মবিধি পালন করতে তার ডাক পড়ে।

সে ডাক যীশুর কাছে মধুরতমের ডাক।

হাজারে হাজারে লোক চলেছে, কত দিক দিয়ে কত বক্র-বিচিত্র পথে। যাত্রীদলের মধ্যে বারো বছরের যীশুও একজন। পৌঁছুতে প্রায় সাত দিন লাগবে তবু যীশুর এক বিন্দু ক্লান্তি নেই—বরং প্রতি পদক্ষেপেই তার উৎসাহ, সে জেরুজালেম দেখবে, জেরুজালেমের মন্দির,

দেখবে। মন্দির তো শুধু উপাসনার স্থান নয়, মন্দির স্বয়ং ঈশ্বরের বাসগৃহ।

ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে মন্দির। সোনা দিয়ে মোড়া মহামহিম মন্দির। ইহুদিদের এক ঈশ্বর, এক মন্দির। ঐ মন্দিরে কী না জানি রোমাঞ্চ আছে যীশুর জন্যে। না জানি কী এক নতুন অভিজ্ঞতায় তার হৃদয় আন্দোলিত হবে!

উৎসবের দিন বিকেলে মন্দিরচত্বরে বলি হবে। যারা এসেছে প্রত্যেকেই একটা করে ভেড়া কিনেছে, সেটা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা হবে। বলির পর মাংসটা ভক্ত নেবে কিন্তু রক্ত ভগবানের প্রাপ্য।

ভেড়া বাজার থেকে কিনলে চলবে না, কিনতে হবে মন্দিরের পাণ্ডা বা পুরোতদের কাছে থেকে। পুরোতদের থেকে কিনলেই তবে বলির যোগ্য হবে, নইলে ও অপবিত্র; কোনো দরাদরি চলবে না, পুরোতেরা যেমন বলবে তেমনি দাম দিতে হবে। পুরোতের পেট না ভরলে ভগবানও তুষ্ট হবেন না।

কিন্তু ভগবানকে রক্ত দেবার মানে কী?

রক্তই তো প্রাণ। রক্ত চলে গেল তো প্রাণই চলে গেল। আর এ প্রাণ ভগবানের। সুতরাং সমস্ত বলি-দত্ত পশুর রক্তই ভগবানের প্রাপ্য।

যোসেফও একটি ভেড়া কিনেছে। বলি দেবার জন্যে ঢুকেছে মন্দিরে। সঙ্গে যীশু।

চত্বরে ঢুকতেই যীশু শুনতে পেল পশুর আর্তনাদ। দেখল মন্দিরের প্রাঙ্গণে ও মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। যার ভেড়া সে নিজেই কাটছে, রক্তটা পুরোতেরা তাদের রুপার পাত্রে ধরে নিচ্ছে, তারপর পাত্র ভরতি হলে মন্দিরের বেদীমূলে সম্পূর্ণটা ঢেলে দিচ্ছে। হাজার হাজার ভক্তের হাজার হাজার বলি। মর্মরের মেঝে রক্তে পিছল হয়ে উঠেছে, পা রাখা যাচ্ছে না। যীশু ভেবেছিল মন্দিরে এসে ভগবানের নিবিড়তর সান্নিধ্য পাবে, কিন্তু এ কী দৃশ্য! পশুর আর্তনাদে কান পাতা যাচ্ছে না, আর রক্তের গন্ধে বাতাসও কলুষিত। এই রক্তে আর কান্নায় ভগবানের সন্তুষ্টি? কোথায় ভগবান?

অন্তরের মধ্যে যীশু ছটফট করতে লাগল। কোথায় গেলে পাবে এই যন্ত্রণার আরাম ? কে দেবে তাকে ভগবানের সঙ্গ-সুধার উপশম ?

দেখল পুরোহিতদের ধর্মসভা বসেছে। আজকের সভায় জনসাধারণও নিমন্ত্রিত, তারা জেনে যেতে পারে কী তাদের শিক্ষণীয়। যীশু অনেক আশা করে সেই সভার এক প্রান্তে গিয়ে বসল। ভাবল ধর্মজ্ঞরা বোধহয় নতুন আলোকপাত করবে কোন পথে কত দ্রুত ভগবানের কাছাকাছি হওয়া যায়। ভগবানের সংস্পর্শ পাওয়া ছাড়া আর কী মানুষের কাম্য থাকতে পারে ? কিন্তু জ্ঞানী-গুণীরা ভগবানের কোনো কথাই বলছে না; তারা স্যাবাথ-আইন আলোচনা করছে।

স্যাবাথ আইন অনুসারে শনিবারে কাজ করা বারণ। এখন ভারবহন করাও তো কাজ করা। নিশ্চয়ই ভারবহনও নিষিদ্ধ। কিন্তু ভার কী, কাকে ভার বলে ? যে লোক মুখের মধ্যে বাঁধানো দাঁত নিয়ে চলেছে সেও কি ভারবহন করছে ? কিংবা যে খঞ্জ কাঠের পায়ের সাহায্যে চলছে সেই কাঠের পা কি ভার ? কিংবা যদি কেউ জুতোয় তালি লাগায় সেই বাড়তি চামড়া ও পেরেককে কী বলবে ? লেখা বারণ কিন্তু যদি কেউ কালিতে না লিখে জলে লেখে, সেটাকেও কি বলবে কাজ করা ? এমনি সব অসম্ভব প্রশ্নের চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে তাই সবাই শুনছে ভক্তিভরে, মর্মে গেঁথে নিচ্ছে।

কিন্তু ধর্মের কথা কই ? ঈশ্বরের কথা কই ? এই সব তুচ্ছ আচার-বিচারের মধ্যে ধর্ম, ক্ষুদ্র করণ-প্রকরণের মধ্যে ? তবে ঈশ্বরকে, আমার পিতাকে, আমার আত্মীয়তমকে পাব কোথায় ? যদি আর্তকে সেবা করতে হয়, কারু ভগ্ন-হৃদয়ে রাখতে হয় সান্ত্বনার স্পর্শ, তবে শনিবার বা স্যাবাথ-ডে বলে কি বিরত থাকব ?

চারদিকে তো ঈশ্বরের উদ্দেশে কত বলি হচ্ছে, উৎসর্গ হচ্ছে, কিন্তু আত্মোৎসর্গ কোথায় ? সব চেয়ে প্রিয়তম বস্তুই তো ঈশ্বরকে দিতে হবে, আর নিজের চেয়ে আমার আর প্রিয়তর কে ? সে নিজেকেই যদি ঈশ্বরের হাতে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে না পারি, তবে কিসের বলি, কিসের উৎসর্গ ?

উৎসবশেষে যাত্রীরা দল বেঁধে-বেঁধে ফিরতে লাগল। ফিরে চলল যোসেফ আর মেরী। কিন্তু যীশু কই? মেরী ভাবছে যোসেফের দলে আছে হয়তো, যোসেফ ভাবছে মেরীর দলে। কিংবা কে জানে আর কোনো দলে হয়তো সামিল হয়েছে। সন্ধেসন্ধি যখন বিশ্রাম নেবার সময় যাত্রীরা একত্রিত হয়েছে তখন দেখা গেল কোনো দলেই যীশু নেই। কোথায় যীশু? মেরী একে-ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আমার যীশুকে কেউ দেখেছ? যোসেফও এখানে-ওখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, ডাকাডাকি করল, কোথাও কোনো হদিস মিলল না। তা হলে যীশু জেরুজালেমেই থেকে গেছে। চলো তবে জেরুজালেমে ফিরে যাই।

উতলা হয়ে বাপ-মা খুঁজতে লাগল যীশুকে। এক দিন গেল, দু-দিন গেল, কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারল না। অলিতে-গলিতে জটিল শহর, কে-কার সন্ধান দেবে? বারো বছরের নিরীহ একটি কিশোর, তাকে কেই বা চিনে রাখবে? কোথায় সে খাচ্ছে, কেই বা দিয়েছে তাকে মাথা গোঁজবার আশ্রয়? কেই বা তার কষ্টের লাঘব করছে?

তৃতীয় দিনে মন্দিরে গেল দু-জনে। কী আশ্চর্য, যীশু এইখানে, জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপকদের সমাবেশে! চুপচাপ বসে নেই যীশু, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অধ্যাপকদের সঙ্গে তর্ক করছে, প্রশ্ন করছে, নিজের বক্তব্য স্থাপন করবার চেষ্টা করছে। বাকসর্বস্ব অধ্যাপকের দল তার সঙ্গে যেন এঁটে উঠছে না, নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। অথচ কোথাও এতটুকু তিক্ততা নেই, অবিচ্ছিন্ন মধুবর্ষণ হচ্ছে। আর যে শুনছে মুগ্ধ হয়ে শুনছে, তার আর বলার কিছু থাকছে না।

'তুমি এখানে?' অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে ও আনন্দে মেরী অভিভূত হয়ে গেল: 'আর তোমার বাবা আর আমি তোমাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

যীশু চঞ্চল হল না। স্নিগ্ধ স্বরে বললে, 'তোমরা জানতে না আমি এইখানে থাকবো?'

'এইখানে থাকবে? এই মন্দিরে?'

'হ্যাঁ, আমার বাবার বাড়িতে।'

আর কেউ এর তাৎপর্য না বুঝুক, মেরী বুঝল। যীশু বোধহয় উপলব্ধি করতে পারছে সে কে, কার পুত্র। তাই সে 'আমাদের বাবা' বললে না, বললে 'আমার বাবা।' ঈশ্বরের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কটির প্রতি সজ্ঞান-সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করলে। এইবার বুঝি তবে যীশু তার প্রকৃত সত্তায় প্রকাশিত হবে। সে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে পৃথিবীতে কেন তার আবির্ভাব?

আমি ঈশ্বরের পুত্র—এই আত্মজ্ঞানে যীশুর একবিন্দুও অহঙ্কার নেই। সে যেমন বিনয়ী তেমনি বাধ্য। যেমন সশ্রদ্ধ তেমনি অনুগত। কিন্তু যতক্ষণ সে মন্দিরে, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে, ততক্ষণ সে তন্ময়, আত্মহারা। তার আর বাড়ি-ঘরের কথা মনে নেই, না বা মা-বাবার কথা, না বা আহার-নিদ্রার কথা। ঈশ্বরই বুঝি সবচেয়ে উপাদেয় খাদ্য, সবচেয়ে উপভোগ্য উপাধান।

'নাজারেথে ফিরে চলো।' মেরী আদেশ করল।

'চলো।' একবাক্যে উঠে পড়ল যীশু।

যেন তিন দিন পরে তার ধরা পড়ে যাওয়া খুব একটা সাধারণ ব্যাপার। জেরুজালেমের মন্দিরে বিশারদ অধ্যাপকদের সভায় ধর্মব্যাপারে তার মন্তব্য করার মধ্যেও যেন কোনো অসাধারণত্ব নেই। তারপর মহামহিম সোনার মন্দির ছেড়ে তার গ্রামের দরিদ্র কুটিরে ফিরে যাওয়াও যেন তুচ্ছ একটা দৈনন্দিন ঘটনা।

বাড়ি ফিরে এলে যোসেফ বললে, 'এবার তবে আমার ব্যবসায় হাত লাগাও।'

'নিশ্চয়ই।' এক বাক্যে সম্মত হল যীশু।

কী স্নেহশীল যোসেফ, কী কর্তব্যপরায়ণ! যীশুকে সে নিজের হাতে অতি যত্নে কাজ শেখাতে লাগল। করাত বাটালি ছেনি তুরপুন যাবতীয় যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাকে পরিচিত করে তুলল। যীশু শ্রমিক সাজল। কাজের তো কোনো ছোট-বড় নেই, ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়ে তাঁর দেওয়া কাজ, হলই বা না তা গরিব ঘরের কাজ, সামান্য কাজ,

সম্পন্ন করে সমাধা করার নামই ধর্ম। যীশুর কাজে তাই দুটো জিনিস ফুটে উঠছে—সৌন্দর্য আর নৈপুণ্য। দুয়ে মিলে ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি সংযুক্ত প্রণাম।

যেই যীশুকে কাজ করতে দেখছে, গভীর প্রেরণা পাচ্ছে। ভাবছে এমনি করে আমরাও আমাদের সংসারের কাজকে আরাধনা করে তুলতে পারি।

যীশুর পক্ষে সমস্ত সহজ হচ্ছে যোসেফের স্নেহে, যোসেফের বদান্যতায়। ঘরে এমন পিতা আছে বলেই ঈশ্বরকে পিতা বলে ভাবা, বলা, ডাকা সহজ হচ্ছে। ব্যাপ্তার্থে সকলের পিতা, বিশেষার্থে শুধু আমার পিতা।

মার্টিন লুথারের বাপ খুব কড়া ছিল, নির্দয়হৃদয়। লুথার বলছে, ঈশ্বরকে তাই পিতা বলে ডাকতে পারি না। পিতা-ডাকে ভালোবাসা আসে না।

কিন্তু যীশুর কাছে পিতা-ডাক একান্ত স্বাভাবিক। একান্ত আকুল-করা। নাজারেথে যোসেফের ঘরেই সে যেন এই ডাকের অর্থ খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু যীশু নিজে কবে জগৎবাসীকে ডাক দেবে? কবে মানুষের হৃদয়ে স্বর্গরাজ্যের দুয়ার উন্মোচন করে দেবে?

প্রতীক্ষা করো। কাল পরিপক্ব হোক। শেষ হোক প্রস্তুতি-পর্ব।

দীর্ঘ আঠারো বছরের প্রস্তুতি। বারো বছর বয়সে যীশুর প্রথম উপলব্ধি সে ঈশ্বরের পুত্র আর ত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসী জনের কাছে তার দীক্ষাগ্রহণ। আর সেই দীক্ষা-জীবনের পরই তার প্রত্যক্ষ কর্মজীবনে প্রবেশ। ধর্ম-জীবনই কর্ম-জীবন।

এই আঠারো বছর যীশু কী করে কাটিয়েছে?

এই দীর্ঘ প্রস্তুতি-পর্বের ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। কত ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে যা মহিমাময়, কত কথা নিশ্চয়ই বলেছে যা গভীর অর্থবহ, কত আচরণ নিশ্চয়ই করেছে যা সুন্দরে-মধুরে অভিষিক্ত। কিন্তু কে তার হিসেব করে? শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে যে কটি সিদ্ধান্ত করা যায় তাই এই কাল-পর্বের আলোকচিহ্ন।

যীশু এই আঠারো বছর নিজের গ্রামে নাজারেথেই থেকেছে, থেকেছে নিজের বাড়িতে। বাপের ছুতোরমিস্ত্রির দোকান—তারই দেখাশোনা করেছে। পৈত্রিক ব্যবসা চালু রেখেছে। সে ঘর ছেড়ে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। যীশু গৃহত্যাগী কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী নয়। তার ঈশ্বর দূরে কোথাও সরে নেই যে তাঁকে বাইরে কোথাও খুঁজতে হবে। তিনি ঘরে, পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই আছেন, আছেন একেবারে হাতের কাছটিতে, আমার তোমার দৈনন্দিন কাজে-কর্মে। সে-কাজ তুচ্ছ হোক, সামান্য হোক, কিছু যায় আসে না। সে নগণ্য ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ হোক, তাতেও ঈশ্বরেরই হাত।

দেখা যাচ্ছে যোসেফ মারা গেছেন, সমস্ত সংসারের ভার বড় ছেলে যীশুর উপর। দেখা যাচ্ছে যীশুর কটি ছোট ভাই-বোন আছে। সেণ্ট মার্ক সে ভাই কটির নাম উল্লেখ করেছেন—জেমস জোসেস, জুডা আর সিমন, কিন্তু বোনেদের নাম বলেন নি। অনেকের অনুমান, যোসেফের আরেক স্ত্রী ছিল, তারই ঘরে এ সব ছেলেমেয়ের জন্ম। কিন্তু যেহেতু যীশু জ্যেষ্ঠ, ভাই-বোনদের প্রতিপালন করে বড় করে তোলার দায়িত্বও তারই। অন্তত একটি ভাইকে সমর্থ ও উপযুক্ত করে তোলা দরকার যে কিনা বাবার ব্যবসাটা ঠিক-ঠিক চালিয়ে নিতে পারে। তারই জন্যে যীশুর প্রতীক্ষা। দীর্ঘ দিনগণনা।

যে কাজ করে শুধু সে-ই নয়, যে প্রতীক্ষা করে, উন্মুখ হয়ে থাকে, সেও ঈশ্বরেরই কর্মচারী।

সরল স্পষ্ট সাংসারিক কর্তব্য পরিহার করেনি যীশু। মা-ভাই-বোনকে নিঃসহায় বিপদের মধ্যে রেখে সে পালিয়ে যায়নি। গুহায় বা বনের নির্জনতায় গিয়ে বসেনি ধ্যান করতে। জনতার মধ্যে বাস করছে। আর ছুতোরমিস্ত্রির কাজ তো জনগণকে নিয়েই।

যীশু মেহনতি মানুষেরই একজন।

মিস্ত্রির কাজে নিশ্চয়ই যীশু টাকা-পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। বাজারে গিয়ে নিজে দেখেশুনে কাঠ কিনেছে, লক্ষ্য রেখেছে কেউ তাকে না ঠকায়। পরের ফরমায়েস মতই কাজ করে দিয়েছে আর তার জন্যে ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করতে কুণ্ঠিত হয়নি। মজুরি না পেলে সে সংসার চালাবে কী করে? সংসারও খুব ছোট নয়। তাই পর্যাপ্ত রোজগারের জন্যে যীশুকে অতিরিক্ত খাটতে হয়। সে শুধু টেবল চেয়ারই বানায় না, লাঙল-জোয়ালও তৈরি করে। জোয়ালেই যীশুর বেশি নামডাক। যীশুর জোয়াল খুব ভালো মিল খায়—দেশে গাঁয়ে এই খুব সুখ্যাতি। কেউ কেউ বলে যীশুর দোকানে যে সাইন বোর্ড আছে তাতে লেখা—এখানকার জোয়াল খুব মজবুত ও মানানসই।

সন্দেহ কী, যীশুই সেই জোয়াল, সেই সংযুক্তি-দণ্ড, যা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে আঁটসাঁট করে মিলিয়ে দেয় আর সে-মিলন আমরণ নিযুক্ত থাকে।

সংসারে যে ঘরে ঈশ্বর আমাকে রেখেছেন সেই ঘরে তিনিও আমার সঙ্গে আছেন, যে কাজে তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন সেইখানে আমার সঙ্গে তিনিও সংযুক্ত, যেন এই ভাবটি সুস্ফুট করবার জন্যই তাঁর সংসারস্থিতি। সংসারে আছে বটে কিন্তু যীশু আকুমার ব্রহ্মচারী। তার মধ্যে যে অক্ষত কৌমার্যের পবিত্র রক্ত বহমান, পার্থিব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা সে কী করে ভাববে? তার মন ঈশ্বরে মগ্ন, দু হাতে ঈশ্বরেরই নির্বাচিত কাজ, চারদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যে ও মানুষের মুখেও সেই ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছবি। আর তবে কী চাই, যীশু দিনে-দিনে বড় হয়ে উঠুক, সব শিখুক-জানুক, দীপ্ত হতে দীপ্ততর শক্তিতে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হোক।

সংসারই তো শেখায় সহ্য করতে, সহিষ্ণু হতে। মানুষকে প্রতিবেশী বলে জানতে। যে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে সে মানুষকে ভালো-বাসবে কী করে? কী করে তার দৈন্য ও মালিন্যের পরিচয় পেয়েও তাকে ক্ষমা করতে শিখবে? সংসার ছাড়া আর কোথায় পাবে সে আর্তসেবার প্রেরণা? কে শেখাবে তাকে প্রার্থনা করতে?

বাল্যকাল থেকেই যীশু লক্ষ্য করছে যখন সে রাতে শোয়, সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে মা তার শিয়রে এসে বসেন আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। ফুল ফোটাবার জন্যে আকাশ থেকে যেমন শিশির ঝরে পড়ে, এ প্রার্থনা যেন তেমনি। শুনতে শুনতে যীশু যেন নিজেই প্রার্থনা হয়ে ওঠে।

প্রার্থনা তো ভগবানের কাছে কিছু চাওয়া নয়। তিনি যে একান্তরূপে আমার, আর আমিও যে একান্ত করে তাঁরই, এই আনন্দে উচ্চারিত হওয়া। যদি চোখে জল আসে দেখ, জেনো এও সেই আনন্দেরই অমল অশ্রু। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতারই উদ্বেলিত স্বীকৃতি।

সংসারে জনতাকে নিয়েই তার কারবার, আছেও জনতার মধ্যে, কিন্তু অগোচরে অন্তরের অন্তরে একটি নির্জনতা লালন করে যীশু। সকলের সঙ্গে থেকেও সে কেমন যেন একাকী। সকলের একজন হয়েও কেমন যেন সে বিচ্ছিন্ন, অসম্পৃক্ত। সে মাঝে মাঝে তাই সংসারের

থেকে ছুটি নিয়ে চলে যায় প্রকৃতির নিকেতনে, কখনো বা গ্রামের উপান্তে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ওঠে। পাহাড় তো মাটির উপরেই দাঁড়ানো কিন্তু তার চূড়া আকাশের দিকে। মাটিকে ত্যাগ করে নয়, মাটিকে আশ্রয় করেই দাঁড়াতে হবে ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়ে। আর নির্জনতাই তো ঈশ্বরের উপস্থিতির স্বাক্ষরকে মনের পটে স্পষ্ট ও প্রগাঢ় করে তোলে। নিঃসঙ্গের তো ঈশ্বরই সঙ্গী হন। ঈশ্বরও যে নিঃসঙ্গ।

সেই বারো বছরের কিশোর যীশু জেরুজালেমে নিজের মধ্যে প্রথম সেই নিঃসঙ্গতাকে আবিষ্কার করল। হয়তো বা সেই ঈশ্বরত্বকে। বাবা-মার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, কোথায় খাবে কোথায় শোবে সে কিছুই জানে না—সে একেবারে একাকী, তবু তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। বিশাল শহরের পথে-পথে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তবু সে পথ হারাচ্ছে না। তবু তার ফিরে যাবার তাড়া নেই। অভ্রংলিহ মন্দিরও তাকে পারছে না ভয় দেখাতে। বরং সেই মন্দিরকেই মনে হচ্ছে স্বধাম বলে, পৈত্রিক গৃহনীড় বলে। মনে হচ্ছে মন্দিরে থাকাটা যেন তার পক্ষে কত স্বাভাবিক। ঐ সব পুরোহিতদের দেখেও সে ভড়কাচ্ছে না এতটুকু। শুধু মনে হচ্ছে সরল পথ ছেড়ে দিয়ে ওরা ওদের নিজের তৈরি জটিলতার মধ্যে পড়ে অনর্থক ঘূরপাক খাচ্ছে। বেশ তো, আমি বসছি গিয়ে ওদের সামনে, ওদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মন্দিরে সেই পুরোহিতদের সভায়ও যীশু একা, স্বতন্ত্র—নির্জনচারী।

মা মেরী এসে মনে করিয়ে দিলেন বাড়ির কথা। বাবা যোসেফ এসে মনে করিয়ে দিলেন ব্যবসার কথা।

যীশু উত্তর দিল : আমি তো আমার বাবার বাড়িতেই আছি। আমি তো আমার বাবার ব্যবসাই সফল করব।

মন্দিরই ঈশ্বরের গৃহ। আর ঈশ্বরকে এনে বসাতে পারলে প্রত্যেক গৃহই মন্দির। আর আর্তত্রাণ ও পতিতোদ্ধারই ঈশ্বরের ব্যবসা। সে ব্যবসার একমাত্র মূলধন প্রেম।

কিন্তু যীশুর কথা কেউ বা শুনছে, কেউ বা মানছে, কেউ বা তা

লিপিবদ্ধ করে রাখবার মত উপযুক্ত মনে করছে? কেই বা তাকে চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে? তার প্রতি শহরে-গাঁয়ে সকলের সমান উপেক্ষা। ও সেই ছুতোর মিস্ত্রির ছেলেটা না? তার পক্ষে কেউ কিছু বলতে গেলে মুখে ঐ তার বিশেষণ। সে তো ধনী-মানী কেউ নয়, নিতান্তই এক কাঠের বেপারি, তার আবার অত জাঁক কিসের?

সত্যিই তো, ছদ্মবেশী রাজপুত্রকে কে চিনবে?

শুধু একজন চিনতে পেরেছে।

তিনি জ্যাকারিয়াসের ছেলে জন। সন্ন্যাসী জন। বয়সে যীশুর চেয়ে ছ মাসের বড়।

সন্ন্যাসী জনের জন্মের পর কোথায় কী ভাবে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে, কবে তিনি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন, কোথায় কার কাছে ধর্মসাধনা চরিতার্থ হল, কেউ জানে না। পর্বতের গুহায় তিনি থাকেন, পরেন উটের লোমের পোশাক, কোমরে চামড়ার কটিবন্ধ। মাথায় পিঙ্গলবর্ণ জটা, মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু, অনাবৃত বুকে তপস্যা-তপ্ত প্রভা। সংসারবিরক্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ।

একদিন গুহায় নির্জনে তাঁর কাছে ঈশ্বরের বাণী এসে পৌঁছল। তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে জুডিয়ার মরুপ্রান্তরে এসে দাঁড়ালেন। জ্বর-জর্জর মানুষের উদ্দেশে ডাক পাঠালেন: পাপের জন্যে অনুতাপ করো, ধর্মরাজ্য আর দূরে নয়।

মালিন্যমোচনের জন্যে স্নান দরকার। পাপমোচনের জন্যে অনুতাপ-স্নান। স্নানই এনে দেবে পবিত্রতা। আর যে পবিত্র, কলঙ্কমুক্ত, তারই ধর্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার।

জর্ডন্ নদীর তীর ধরে সমস্ত অঞ্চল ঘুরে-ঘুরে ইহুদিদের ডাকতে লাগলেন জন। এস জর্ডনের জলে আমি তোমাদের দীক্ষা-স্নান করাব, সেটাই তোমাদের অনুতাপ-স্নানের সমান হবে। কিন্তু আমি তো নদীর জলে তোমাদের বাহ্যিক মালিন্য দূর করতে পারব, কিন্তু তোমাদের আত্মিক মালিন্য দূর হবে কী করে? আর দেরি নেই, সে

শক্তিমান পরিত্রাতা শিগগিরই আসছেন তোমাদের কাছে—আসছেন কী, এসে গেছেন—আর ভয় নেই, তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাদের পাপক্লিষ্ট কলুষিত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নেবেন।

কে তিনি? দলে-দলে লোক এসে ভিড় করতে লাগল।

কেন, মহর্ষি ইসাইয়া কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মনে নেই? তিনি বলেছিলেন, নির্জন মরুপ্রান্তরে একটি অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—ঈশ্বরের জন্যে রাস্তা তৈরি করো, তাঁর পথ অনায়াস করে দাও। যেখানে গহ্বরের ব্যবধান সেখানে সেতু গড়ো। যেখানে পর্বতের অন্তরায় সেখানে পাহাড়কে গুঁড়ো করে ধুলো করে দাও। যেখানে পথ বাঁকা ও কুটিল সেখান পথকে সরলতায় নিয়ে যাও। যেখানে পথ বন্ধুর সেখানে তাকে সমতল ও মসৃণ করে তোলো। যাঁর মাধ্যমে ভগবানের ত্রাণ-লীলা প্রকটিত হবে তাঁকে তোমরা সবাই দেখবে স্বচক্ষে।

কিন্তু আপনি কে?

আমি তাঁর অগ্রদূত। আমি তাঁর পথনির্মাতা।

জনের তেজস্তপ্ত ব্যক্তিত্বে সকলে আকৃষ্ট হল। বলাবলি করতে লাগল, আমরা আ'র কাউকে চিনিনা, আমরা শুধু এঁকেই দেখেছি, এঁকেই চিনি। আমাদের মনে হচ্ছে ইনিই আমাদের সেই প্রতীক্ষিত 'মেশায়া'— পরিত্রাতা, ইনিই আমাদের খ্রীস্ট, ঈশ্বরে অভিষিক্ত।

'অমন কথা মুখেও এনো না।' সন্ন্যাসী জন উদাত্তগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলেন: 'আমি কেউ না, কিছু না—আমি শুধু মরুপ্রান্তরে নিঃসঙ্গ এক কণ্ঠস্বর। যিনি আসছেন, এসে গেছেন, তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী, আমি তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দেবারও অযোগ্য। আমি তো শুধু জলে দীক্ষাস্নান করাতে পারি তিনি দীক্ষাস্নান করাবেন আগুনে। আমি প্রক্ষালন করাতে পারি শুধু দেহের আবিল্য আর তিনি তোমাদের পবিত্রাত্মায় অভিষিক্ত করে নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আমি শুধু পূর্বকৃত পাপের জন্যে তোমাদের অনুতাপ করাতে পারি কিন্তু তিনি পারেন তোমাদের কুটিল পাপবাসনাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে।'

দলে দলে লোক এসে জনের কাছে দীক্ষা নিতে লাগল। দীক্ষা অর্থ

পাপের স্বীকৃতি ও পরে জর্ডনের জলে অনুতাপ-স্নান। দীক্ষা অর্থ জন ইন্ধন প্রস্তুত করে দিচ্ছেন, পরে যীশু এসে তাতে অগ্নিসঞ্চার করে দেবেন। দীক্ষা অর্থ জন কর্ষণ করে মাঠে বীজ বুনে দেবেন, পরে যীশু এসে পর্যাপ্ত বর্ষণ করে ফলিয়ে তুলবেন সোনার শস্য। দীক্ষা নিয়ে তুমি জানাচ্ছ তুমি জীবনের নতুন পরিচ্ছেদে উত্তীর্ণ হতে সম্মত আছ, যীশু এসে তোমার সেই পরিচ্ছেদে আনবেন নতুন লিপি, নতুন ভাষা, নতুন অর্থ, নতুন তাৎপর্য।

যারা দীক্ষা নিতে আসছে তাদের মধ্যে 'সাদুসি' ও 'ফারিসি' সম্প্রদায়ের লোকও অনেক। সাদুসি-রা ধনে-মানে অগ্রণী, আভিজাত্যগর্বে স্ফীতকায়। পুরোহিতদের অধিকাংশ এই সম্প্রদায়ের। এরা রোমের শাসকদের খুব অনুগত, শাসকেরাও এদের অনুকূল। ফরিসি-রা শাস্ত্রব্যাখ্যায় পারদর্শী। আইকানুনেরও তারাই ব্যাখ্যাতা। আইনের ভাবার্থ থেকে বাচ্যার্থেই তাদের বেশি লক্ষ্য। প্রচলিত প্রথারই উপাসক তারা।

আরেক দল আছে যারা কর আদায় করে, যাদের বলা যেতে পারে রাজার তশিলদার।

সাদুসি-রা অসৎ, ফরিসি-রা ভণ্ড আর তশিলদারেরা ঘুষখোর।

তাদের লক্ষ্য করে জন বললেন, 'তোমরা খল, সাপের দল। ভগবানের রুদ্র ক্রোধ তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কে বললে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পাবে আর পালাবেই বা কোনখানে? যদি সত্যিই তোমরা অনুতপ্ত, তবে অনুরূপ ফলে-ফুলে ভগবানের নৈবেদ্য সাজাও। শুধু আব্রাহাম আমাদের পূর্বপুরুষ এই গর্বে অন্ধ হয়ে থেকো না। ঈশ্বর ইচ্ছে করলে এসব প্রস্তরখণ্ডকেই আব্রাহামের শত শত সন্তানে পরিণত করতে পারেন। শুধু পূর্বপুরুষের গৌরবে আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না—নিজেদের তো কিছু করতে হবে। কিন্তু তোমরা কী করছ, কী করেছ এত দিন? শোনো,' জন শাসনের সুরে গর্জে উঠলেন: 'এবার গাছের গোড়ায় কুঠার উদ্যত হয়েছে। যে গাছ ভালো ফল দেবে না তাকে কেটে ফেলা হবে, পরে তাকে আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে ভস্মসাৎ করা হবে।'

বুঝি ভয় পেল জনতা। জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আমাদের কী করতে হবে ?'

'কী করতে হবে। যার দুটো জামা আছে সে তার একটা জামা যার একটাও জামা নেই তাকে দিয়ে দিক। তেমনি যার ঘরে খাদ্য আছে সে তা যার ঘরে খাদ্য নেই তার সঙ্গে ভাগ করে খাক।'

'আর আমরা কী করব ?' দীক্ষান্তে তশিলদাররা জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা ? যা নির্ধারিত তার বেশি কখনো আদায় কোরো না।'

'আর আমরা ? আমাদের কী করণীয় ? সৈন্যেরা প্রশ্ন করল।

'তোমরা কারু ওপর কোনো অত্যাচার কোরো না।' জন বললেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে, 'কারু বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যে সংবাদ দিও না। আর যা মাইনে পাচ্ছো তাতেই তুষ্ট থেকো।'

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। যেন নতুন কথা শুনছে সকলে। হ্যাঁ, আশ্চর্য নতুন কথা। যার আছে যার নেই দুজনে ভাগ করে নেবে। কেউ তার নিজের জন্যে নয়, প্রত্যেকেই সকলের জন্যে। যেন ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যে নিজের আয়ত্তে অসামান্য বেশি রেখে সামান্য থেকেও অন্যকে বঞ্চিত রেখেছে তাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না। আবার বলা হল যে, যে কাজে নিযুক্ত সে সেই কাজেই সংযুক্ত থাক, নির্দিষ্ট কাজ ন্যায়ের সঙ্গে নির্বাহ করলেই মুক্তি। যে শিক্ষক সে ভালো শিক্ষক হোক, যে কেরানি সে ভালো কেরানি হোক। যে সৈনিক সে ভালো সৈনিক হোক, যে তশিলদার তাকেও যেন লোকে ভালো বলে। করা-টা বড় কথা নয়, বড় কথা হওয়া। করাটা হওয়ার, হয়ে-ওঠার সোপান মাত্র। তাই যে কাজে তোমাকে ঈশ্বর বসিয়েছেন তাই অনন্য-নিষ্ঠায় করে যাওয়াই ঈশ্বরের সেবা করা। আর কাজকে পূজা বলে নিবেদন করতে পারলে সন্দেহ কী, তুমি ঈশ্বরের করুণায় মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠবে।

জন আবার সকলকে মনে করিয়ে দিলেন, আমি কেউ নই, আমি শুধু বার্তাবহ। আমি শুধু পথিকৃৎ। আমাদের সকলের যিনি অভীষ্ট, সেই পরিত্রাতা আসছেন অচিরে। মাঠ থেকে ধান কেটে এনে যেখানে

ঝাড়া হয় সেই খামারে তিনি কুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কুলোর বাতাসে তিনি ধান থেকে তুষ আলাদা করে নেবেন। তারপর ধান গোলায় তুলবেন আর তুষ অনির্বাণ আগুনে দগ্ধ করবেন।

তারপর একদিন যীশু জনের সামনে এসে দাঁড়াল।

দেশময় সর্বত্র রাষ্ট্র হয়েছে সন্ন্যাসী জন পাপস্খালনের জন্যে ইহুদিদের দীক্ষাস্নান করাচ্ছেন। দীক্ষাস্নান একেবারে নতুন কথা, নতুন বিধান। কিন্তু এমনি আশ্চর্য, জনের সামনে এসে কারু সাধ্য নেই তাকে বা তার বিধানকে অস্বীকার করে! পাপের জন্যে অনুতাপ করো, তারপর দীক্ষাস্নান করে নিজেকে নির্মল বলে অনুভব করো, ঈশ্বর তোমাকে মার্জনা করে নেবেন।

খবর যীশুর কানে এসে পৌঁচেছে। কী অমোঘ আকর্ষণে সে একদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, মনে হল কাল পরিপূর্ণ হয়েছে, লগ্ন উপস্থিত, আর বসে থাকা নয়, অতল-অগাধের, অশেষ-অসীমের ডাকে এবার সাড়া দিই।

নাজারেথের কুড়ি মাইল দূরে বেথাবারা-তে এসে যীশু জনের দেখা পেল। জন জর্ডনের তীর ধরে ধরে ইহুদিদের দীক্ষা দিতে দিতে উত্তর দিকে এগিয়ে এসেছেন। এসেছেন বেথাবেরা-তে। একদিন দেখলেন নাজারেথের দিক থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে কে একজন নিঃসঙ্গ লোক এগিয়ে আসছে। কে এ লোক? থমকে দাঁড়ালেন জন। একে কি চিনি? একে কি আগে কোথাও দেখেছি?

যীশু জনের কাছে এসে দাঁড়াল। নম্র-মুখে বললে, আমাকে দীক্ষা দিন।'

'তোমাকে?' বিস্ময়ে স্তম্ভিত হল জন। বললে, 'তোমার কাছে আমারই দীক্ষা নেওয়া উচিত।'

'না। লোকব্যবহার যা চলেছে তাই আমাকে পালন করতে দিন।' বললে যীশু, 'যে বিধান আর সকলের জন্যে প্রযোজ্য তা আমার বেলায়ও বৈধ হোক।'

যীশু কি কোনো পাপ করেছে যে তার অনুতাপ বা দীক্ষা-স্নানের

প্রয়োজন? না, তার জন্যে নয়। যীশু যে সমস্ত মানবসমাজের প্রতিনিধি—মানুষের পাপ ও দুঃখ যে তারই পাপ, তারই দুঃখ। মানুষকে পাপী জেনে দুঃখী জেনে তাকে তো সে ত্যাগ করে দূরে সরে থাকতে পারে না। সকলের দুঃখভার ক্লেশভার একা বহন করবে বলেই তো তার আবির্ভাব। ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিহিত, দীক্ষা-স্নান সেই রাজ্যবাসের প্রথম ছাড়পত্র, এ যে অগণন মানুষ বিশ্বাস করেছে—যীশু কী করে সেই অগণনের একজন না হয়? দীক্ষাস্নান যদি মাত্র ধর্মীয় সংস্কার বলেই দেখ, তবে আর সকলে যা পালন করে অনুপ্রাণিত হচ্ছে তা-ই যীশু অনুপ্রাণিত হয়ে পালন করবে। যীশু সকলের—সকলেই যীশুর।

'আমাকে দীক্ষ স্নান করান।' যীশু আবার অনুরোধ করল।

জন আর বারণ করতে পারল না। স্নান সেরে জল থেকে উঠে যীশু প্রার্থনা করল: 'তোমার ধর্মরাজ্য আবির্ভূত হয়েছে—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' তার পিতার উদ্দেশে ঈশ্বরের উদ্দেশে এই তো তার চিরকালের প্রার্থনা।

হঠাৎ আকাশ উন্মুক্ত হয়ে গেল। পবিত্র আত্মা একটি কপোতের বেশে যীশুর উপর নেমে এল। শোনা গেল দৈব বাণী: 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীতিমান।'

দীক্ষার পরেই পরীক্ষা। শুচিস্নানের পরেই প্রলোভন।

ঈশ্বরের রাজ্য কী করে প্রতিষ্ঠিত হবে যদি না শয়তানের রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটে? অন্ধকারকে পরাভূত করেই আলোকের অভ্যুদয়।

পবিত্র আত্মা যীশুকে জুডিয়ার মরুভূমিতে নিয়ে গেল। সোনালি তপ্তবালির ঊষর প্রান্তর, কোথাও পাথরের স্তূপ, কোথায় বা গাছগাছালির জঙ্গল, সেখানে আবার হিংস্র পশুর বসবাস। সেই গহন নির্জনে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি যীশু অনাহারে কাটালেন। কঠোর তপঃক্লেশে, নিশ্ছিদ্র বিরতিতে।

যীশুর মনে হিংসা নেই, তাই বনের পশুও অহিংস। যীশুর মনে ভয় নেই, তাই বনের পশুও নির্ভয়। যীশুর মনে সন্দেহ নেই, তাই বনের পশুও নিঃসন্দেহ।

অহিংসার প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিবেশী পশুর বৈরত্যাগ।

যীশু ঈশ্বর-পুত্র হয়েও আবার মানব-পুত্র, আমাদের জন্যে তিনি সাধারণ মানুষ, ক্ষুধা-তৃষ্ণার মানুষ—তাই চল্লিশ দিন অনশনের পর তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। শয়তান তখন তাঁকে প্রলুব্ধ করতে এল। দীর্ঘ অনশনের পর যীশু এখন কাতর হয়েছেন, এই তো তাঁকে প্রলুব্ধ করার সময়। ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্যের মত লোভনীয় আর কী আছে?

শয়তান বললে, 'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তা হলে এই পাথরগুলোকে বলো তারা রুটি হয়ে যাক।'

যেন বিদ্রূপ করে বলছে, 'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও— !' দরিদ্র, অশিক্ষিত গ্রাম্য এক ছুতোর মিস্ত্রি, কী তোমার স্পর্ধা তুমি নিজেকে ঈশ্বর-পুত্র বলো ? কোন সাহসে পরিত্রাতা সাজো ? পরিত্রাতা কি মরুভূমিতে বসে বসে উপোস করে ?

'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও।' যীশুকে যেন বলা হচ্ছে, তুমি তোমার স্বত্ব-স্বামিত্ব ত্যাগ করো, ভুলে যাও তোমার ঈশ্বর-অভিমান। যে নিজেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার থেকে বাঁচাতে পারেনা তার কিসের কী ঈশ্বরত্ব।

'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে নিজেকে বাঁচাও, ক্রশ থেকে নেমে এস।' যীশু যখন ক্রশে আরোপিত তখন তাঁর শত্রুরাও এমনিই ব্যঙ্গ করেছিল। তিনি নেমে আসেননি। শুধু নিজের স্বার্থে, শুধু নিজেকে বাঁচাতে তিনি বিভূতি প্রয়োগ করতে চাননি। তিনি যে পরার্থপর। তিনি যে জগৎকে বাঁচাবেন। তিনিই যে জগৎ-জনের সমুদ্ধর্তা।

যীশু প্রলোভনে বিচলিত হলেন না। তবে কি বিভূতি দেখিয়ে কাম্যবস্তু অর্জন করতে হবে ? বিভূতির বিনিময়ে নিতে হবে মানুষের প্রীতি, মানুষের আনুগত্য ? ঈশ্বর কি এতই নিঃসহায় ?

বিভূতিও ঈশ্বর-ইচ্ছা। যদি তা কখনো প্রকাশিত হয় ঈশ্বর-ইচ্ছাতেই হবে, ঈশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করবার জন্যে, ঈশ্বরের ধর্ম-রাজ্যকে এগিয়ে আনবার জন্যে। তা কখনোই যীশুর নিজের প্রয়োজনে নিজের প্রচারে ব্যবহৃত হবে না।

শয়তানের প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিলেন যীশু। বললেন, 'শুধু রুটিতেই মানুষ বাঁচবে না, বাঁচবে ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত কথার অমৃতে।'

রুটি তো শুধু উদরের ক্ষুধা মেটাবে, কিন্তু হৃদয়ের ক্ষুধা মিটবে কিসে ? দেহের ক্ষুধার চেয়ে প্রাণের ক্ষুধা আরো তীব্র। প্রাকৃত জীবনের বাইরে রয়েছে আরেক জীবন—ধর্মজীবন। তার ডাক আরো বড়ো। আরো উত্তাল।

পার্থিব ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে ঈশ্বরের কাছে যীশুর কোনো প্রার্থনা নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই যীশুর সমস্ত প্রার্থনা। শয়তান পরাস্ত হল।

শয়তান তখন যীশুকে জেরুজালেমে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে মন্দিরের চূড়ার উপর বসিয়ে দিল। বললে, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, মাটিতে লাফিয়ে পড়, দেখাও স্বর্গদূতেরা এসে কেমন তোমাকে রক্ষা করে। শাস্ত্রে লেখা আছে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বর্গদূতদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তুমি যদি ঊর্ধ্ব থেকে নিক্ষিপ্ত হও তা হলে তোমার পা নিচে পাথরে ঠেকবার আগেই দেবদূতেরা তোমাকে দুহাতে লুফে নেবে। কী, লাফ দাও।'

কত বড় প্রলোভন !

একটা রোমহর্ষক কাণ্ড দেখাও। লোকের তাক লাগিয়ে দাও। যীশু মন্দিরের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়েছে তবু তার গায়ে-পায়ে এতটুকু একটা আঁচড় লাগেনি। আরো ভয়ঙ্কর আশ্চর্যের কথা, মাটিতে পৌঁছুবার আগেই কারা এসে তাকে তুলে ধরেছে। অলৌকিক কিছু ইন্দ্রজাল না দেখালে লোকে সাধু বলে মহাপুরুষ বলে মানবে কেন ?

ইন্দ্রজাল ! আজ যাকে ইন্দ্রজাল মনে করছি কদিন পরে সে-ই একটা দৈনন্দিন সাধারণ ব্যাপার হয়ে যাবে। কার্যকারণ সম্বন্ধটা জানিনা বলেই এত অবাক হওয়া। সম্বন্ধটা জানা হয়ে গেলেই আর কৌতূহলও থাকবে না। আজকের বিস্ময় কালকের বিজ্ঞান হয়ে যাবে। আর বিজ্ঞান যত বাড়বে বিস্ময়ও তত বড় হবে।

ভালোবাসাই বুঝি সবচেয়ে বড় বিস্ময়। যীশু মানুষকে জয় করবেন ইন্দ্রজাল দিয়ে নয়, বিভূতি-শক্তি দেখিয়ে নয়, জয় করবেন ভালোবাসা দিয়ে, আত্মোৎসর্গ দেখিয়ে।

এবারও শয়তান পরাস্ত হল। যীশু বললেন, 'তুমি শাস্ত্রের কথা বলছ। শাস্ত্রেই আবার লেখা আছে তুমি কখনো ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যেও না।'

অর্পিতচিত্ত শরণাগতের কথা। আত্মবান বীর্যবান বিশ্বাসবানের নম্রতা। ঈশ্বর যে ভার দেন তাই নেব নতশিরে। বিচারের, অহঙ্কারের ধার-পাশ দিয়েও যাব না।

তখন শয়তান তৃতীয় প্রলোভন নিয়ে এল। আর এই প্রলোভনই সবচেয়ে প্রবল। সবচেয়ে পরাক্রান্ত।

শয়তান এবার যীশুকে একটা উত্তুঙ্গ পাহাড়ের উপর নিয়ে এল। সেখান থেকে দেখাল পৃথিবীকে, তার প্রসারিত রাজ্য ও স্তূপীভূত রাজৈশ্বর্যকে। বললে, 'যদি তুমি আমাকে প্রভু বলে প্রণাম ও পূজা করো এ বিপুল ভোগভাণ্ড আমি এক্ষুনি তোমাকে দিয়ে দেব।'

যীশু বললেন, 'শয়তান, দূর হও, শাস্ত্রে লেখা আছে তুমি শুধু ঈশ্বরকে পূজা করবে। ঈশ্বর ছাড়া আর কারু পরিচর্যা করবে না।'

পার্থিব রাজত্বে কী হবে, ঈশ্বরের রাজত্ব চাই। শয়তানের সঙ্গে আপোস নয়, চাই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা—একাত্মতা। তার কম কিছুতেই রাজি নয় যীশু। ধনবৈভব শাসন শক্তি বা প্রতিষ্ঠাগৌরব, যা মানুষের কল্পনার আকাশে কামনার রামধনু, তা যীশু এক নিমেষে উড়িয়ে দিল। আমার একমাত্র ঈশ্বরকে চাই।

তখন পরাজিত শয়তান যীশুকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। চলে গেল কিছু দিনের জন্যে। তার অর্থ সে আবার আসবে, আবার লোভজাল বিস্তার করবে। সে একবার হেরেছে ব'লে একেবারে ছেড়ে দেবে না।

আসুক, যীশু জেগে থাকবে। ধর্মজীবনে প্রবেশ করার অর্থই সজাগ থাকা, সতর্ক থাকা। এক মুহূর্তের জন্যেও মনোযোগে শিথিল না হওয়া। যেন শত্রু শয়তান না অতর্কিতে পেয়ে বসে। শান্তির না ব্যাঘাত ঘটায়।

না, ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করব না। সিদ্ধাই দেখিয়ে অনুচর আকৃষ্ট করব না। অধর্মের সঙ্গে আপোসে বন্দোবস্ত করব না। আর এক নিশ্বাসের জন্যেও ভুলে যাব না, আমি কে, আমি কেন এসেছি।

শুধু একজনকে ভজনা করব। যিনি এক ও দ্বিতীয়রহিত। একা যিনি আমার জীবনসর্বস্ব। আর যে ঈশ্বরে ওতপ্রোত, ঈশ্বরে অনুপ্রবিষ্ট, তাকে শয়তান কী করবে?

শয়তানের সঙ্গে এ সংগ্রাম শুধু প্রত্যক্ষ বাস্তবভূমিতে নয়, এ সংগ্রাম আত্মিক মানুষের মনোলোকে। প্রত্যেক মানবিক সমস্যার সমাধানই যীশু।

এই সংগ্রামের সাক্ষী কে? সাক্ষীও ঐ যীশুই। পরবর্তীকালে তিনিই এ কাহিনী বলেছেন শিষ্যদের। এ গোপনতাটুকুর জন্যেই এ কাহিনী এত গভীর, এত পবিত্র।

দীক্ষাদাতা জন দেখলেন, যীশু তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন।

'সকলে দেখ চোখ মেলে', জন আনন্দিত কণ্ঠে ডাক দিলেন ; 'ইনিই ঈশ্বরের মেষশিশু। ইনিই জগতের পাপহরণ করবেন। এঁর কথাই আমি তোমাদের বলেছিলাম। বলেছিলাম, আমার পরে এঁর আবির্ভাব হলেও ইনি আমার অগ্রগামী, কেননা আমি যখন জন্মাইনি তখনো ইনি ছিলেন। আমি আগে নিজেই জানতাম না আসলে ইনি কে। আমার কাজ ছিল দীক্ষা-স্নানের মাধ্যমে এঁকে ইস্রায়েলীদের কাছে চিহ্নিত করে দেওয়া।'

ঈশ্বরের মেষশিশু! 'ল্যাম্ব অব গড'। কী মধুর এই বিশেষণ, কী সার্থকসুন্দর! নম্রতা কোমলতা ও পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি। প্রেম ক্ষমা আর করুণার সমাহার। যেন হৃদয়ের কাছাকাছি হবার জন্যে কাছাকাছি থাকবার জন্যে ব্যাকুল। তারপরে উৎসর্গীকৃত হবার জন্যে প্রস্তুত। ল্যাম্ব অব গড! সে বুঝি আবার বলিদানের প্রতীক।

'শোনো!' জন আরো বললেন, 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা কপোতের মত নেমে এসে এঁর উপর বসলেন। তখন আমার মনে পড়ে গেল আমাকে দীক্ষার কাজে নিযুক্ত করবার সময় দৈববাণী কী বলেছিল। বলেছিল, দেখবে পবিত্র আত্মা নেমে এসে একজনের উপর অবস্থান করবে, আর তিনি জলে নয়, পবিত্র আত্মাতেই লোকের দীক্ষা-স্নান করাবেন। ইনিই সেই একজন। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, ইনিই ঈশ্বর-পুত্র।'

পরদিন জন আবার লক্ষ্য করলেন যীশু হেঁটে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুজন শিষ্য ছিল, তাদের উদ্দেশে বললেন, 'দেখ ঐ ঈশ্বরের মেষশিশু।'

শুনেতেই শিষ্য দুজন যীশুর পিছু নিল।

যীশু পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী চাও?'

সে কি এক কথায় শেষ করা যায়? তোমার সঙ্গে যে অনেক দিনের কথা। তা কি পথের ক্ষণিক সাক্ষাতে এক নিশ্বাসে বলবার মত?

'র‍্যাব্বি, আপনি কোথায় থাকেন?'

র‍্যাব্বি অর্থ গুরু। যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান, যিনি অন্ধকারে আলোকের সংবাদ নিয়ে আসেন, তিনিই গুরু।

যীশু খুশি হয়ে বললেন, 'এস দেখে যাও।'

এনড্রু ও তার সহচর যীশুকে অনুসরণ করল। দেখল কোথায় তিনি থাকেন। বাকি বেলাটুকু কাটাল তাঁর সঙ্গ করে।

'পেয়েছি- আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি।' ভাই সিমন-পিটারের সঙ্গে দেখা হতেই এনড্রু উল্লসিত হয়ে উঠল।

'কার দেখা পেলে?'

'মেসায়া-র- খ্রীস্টের।'

'চলো আমাকে নিয়ে চলো।'

সিমন-পিটারকে যীশুর কাছে নিয়ে এল এনড্রু।

যীশু ভালো করে দেখলেন পিটারকে। বললেন, 'তুমি তো জোনার ছেলে পিটার। এখন থেকে তোমাকে 'কেফা' বলে ডাকা হবে।'

কেফা-র অর্থ পাথর। যেন ইঙ্গিত করা হল পিটারই হবে যীশুর ধর্মমন্দিরের প্রস্তরভিত্তি। আর মানুষের আসল মূল্য কী সে হয়ে আছে তাতে নয়, কী সে হয়ে উঠতে পারে--তাতে। শুধু তার বাস্তবতায় নয়, তার সম্ভাব্যতায়।

পরদিন যীশু গ্যালিলিয়ায় যাত্রা করবেন ঠিক করলেন। এনড্রুদের গ্রামবাসী ফিলিপকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে চলো।'

ফিলিপের সঙ্গে নাথানায়েলের দেখা হল।

'আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি।' ফিলিপ উচ্ছ্বসিত হল।

'কার দেখা পেলে?' নাথানায়েল তাকাল ব্যাকুল হয়ে।

'মহর্ষিরা যাঁর কথা শাস্ত্রে লিখে রেখে গেছেন—তাঁর।'

'কে তিনি?'

'জোসেফের ছেলে যীশু।'

থাকেন কোথায় ?'

'নাজারেথে।'

'নাজারেথে !' নাথানায়েলের বাড়ি কানা-গ্রামে, সে বিদ্রূপ করে উঠল, 'আর জায়গা মিলল না! সব জায়গা ছেড়ে নাজারেথে !'

ফিলিপ তর্ক করতে চাইল না। শুধু বললে, 'একবার স্বচক্ষে দেখবে চলো।'

'চলো।'

নাথানায়েলকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে যীশু বললেন, 'এই যে আসছে এ একজন খাঁটি ইস্রায়েলী, এর মধ্যে একটুও ছলনা নেই।'

যে সরল ও অকপট সেই তো ঈশ্বরের মনোনীত।

নাথানায়েল চমকে উঠল, 'আমাকে আপনি চিনলেন কী করে ?'

'তোমাকে ফিলিপ যখন ডাকল, তুমি ডুমুর গাছের তলায় বসে ছিলে।' বললেন যীশু, 'আমি তোমাকে আগেই দেখেছি।'

ডুমুর গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে তুমি ভগবানের কথা ভাবছিলে। যীশুর চোখ দুটি যেন আরো গোপন কথা বললে নাথানায়েলকে। ভাবছিলে তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধি কবে আবির্ভূত হবে। প্রার্থনা করছিলে সে আবির্ভাবের দিনটি যেন তাড়াতাড়ি আসে। ডুমুর গাছের নিচেই তো ধ্যান ভালো জমে। ডুমুর গাছ তো শান্তির গাছ! তার ছায়া তো শান্তিনিলয় ঈশ্বর-চিন্তার প্রেরণা।

নাথানায়েল অনুভব করল যীশু যেন তার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিয়েছেন। বুঝে ফেলেছেন আমার কিসের স্বপ্ন, আমার কার জন্যে প্রার্থনা! ডুমুর গাছের ছায়ায় ইশারাটুকুও তাঁর চোখে পড়েছে। সন্দেহ কী, তিনিই সমাগত!

নাথানায়েল পলকে উদ্বেল হয়ে উঠল : 'প্রভু, আপনিই সেই প্রতীক্ষিত ঈশ্বর-পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলীদের রাজা।'

যীশু মৃদু হাসলেন : 'তোমাকে ডুমুরগাছের নিচে দেখেছি বলাতে বিশ্বাস করলে ? ব্যস্ত হয়ো না, এর চেয়ে অনেক বড় কাজ আরো দেখতে পাবে।' যীশু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'সত্যি কথা বলছি, বিশ্বাস করো।

দেখবে, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে আর ভগবানের দূতেরা মনুষ্যপুত্রের কাছে নিরন্তর আনাগোনা করছেন।'

যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলেই পরিচয় দিতে চেয়েছেন। হ্যাঁ, একজন সাধারণ মানুষ। ভয়ের নয়, জয়ের নয়; শুধু ভালোবাসার মানুষ। যার বসতি বিদ্যায় নয়, সম্ভ্রমে নয়, প্রতাপে নয়, বৈভবে নয়, শুধু বন্ধুতায়। দেখি কার সাধ্য ফিরে যাও, আনন্দের সমাংশভাক না হও।

দু দিন পরে কানা-গ্রামে এক বিয়েতে যীশুর নিমন্ত্রণ হল। শুধু একা যীশু নয়, তার শিষ্যদেরও ডাক পড়ল। আর যীশুর মা মেরী তো বিয়ে-বাড়ির কাজকর্মের তদারকির ভার নিয়েছেন।

যীশুর তখন পাঁচজন শিষ্য। এনড্রু, পিটার, ফিলিপ, নাথানায়েল আর এনড্রুর সেই সহচর যে এনড্রুর সঙ্গে যীশুকে প্রথম অনুসরণ করেছিল। তার নাম জন।

আনন্দময় সন্ধ্যা। বিয়ে-বাড়িতে ভোজ বসেছে। দাও আর খাও, ঢালো আর নিঃশেষ করো—চারদিকে চলেছে প্রাচুর্যের সমারোহ। বদান্যতার ঘনঘটা।

হঠাৎ উৎসবের আকাশে দুর্যোগের মেঘ কালো ছায়া ফেলল। মেরী যীশুকে ডেকে পাঠালেন। নিভৃতে মৃদুস্বরে বললেন, 'এদের মদ আর নেই।'

শুনে যীশু কি বিরক্ত হলেন? এদের মদ নেই তো আমাদের কী? আমি কী করতে পারি? মদ নেই তো অতিথিরা ফিরে যাবে। নিমন্ত্রণকর্তা অপদস্থ হবেন। তাতে আমাদের কী মাথাব্যথা?
সেই ভাবেই উত্তর দিলেন যীশু। 'মদ নেই তো নেই। আমাদেরও কিছু করবার নেই। না,' গম্ভীর হলেন যীশুঃ 'আমার এখনো সময় হয়নি।'

মা বুঝি বলতে চাচ্ছেন কিছু অলৌকিক কাণ্ড করি। শূন্য থেকে মদ সৃষ্টি করি বা এই রকম কিছু দেখাই যা লোকবুদ্ধির অগম্য। না, এটা সেই সময় নয়।

মেরী যেন তা মানতে প্রস্তুত নন। এ সময় নয় তো আর কোন সময়। কত বড় পরোপকার করা হবে। বিপন্ন পরিবারের মান রক্ষা হবে। নিমন্ত্রণ করে এনেছে অথচ অতিথি-সৎকারে সঙ্গতি নেই, সবাই ধিক্কার দেবে, সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। উৎসবের আলো ম্লান হয়ে যাবে। বর-কনের মুখে তৃপ্তির লেশটুকুও আর খুঁজে পাবে না।

মৌখিক প্রত্যাখ্যাত হলেও মেরী আশা ছাড়লেন না। যদিও যীশু এখন তার অঞ্চলের গ্রন্থি নয়, তার এখন স্বতন্ত্র সত্তা, তবু যীশুর উপর তার অগাধ বিশ্বাস। বিশ্বাস যীশুর মানবিক সহানুভূতিতে, যীশুর অকৃপণ করুণায়, পরোপচিকীর্ষায়। এ বিপন্ন পরিবারের সেবাদানের চেষ্টায় সে এগিয়ে আসবে না? বিমুখ হয়ে থাকবে?

মেরী বাড়ির চাকরদের ডাকলেন। যীশুকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি তোমাদের যা করতে বলবেন তাই কোরো।'

মুহূর্তে যীশুর দ্বিধার ভাব দূর হয়ে গেল। তিনি মন স্থির করলেন।

স্থির করলেন তাঁর বিভূতিশক্তি প্রয়োগ করবেন। জলকে মদ করে তুলবেন।

এক সপ্তাহ আগে তিনি পাথরকে রুটি করতে রাজি হননি। সে করলে তো নিজের জন্যে করা হত। আর এখন যা করতে যাচ্ছেন তা বিশুদ্ধ পরের জন্যে।

এখানেই যীশুর ঈশ্বরত্ব।

যীশু চাকরদের বললেন, 'জলের জালা ভর্তি করে ফেল।'

ছ-ছটা পাথরের জালা কানায়-কানায় ভরে উঠল। একেকটা জালায় বিশ থেকে ত্রিশ গ্যালন জল।

'এর থেকে খানিকটা এবার ভাণ্ডারীকে দিয়ে এস।'

ভাণ্ডারী খেয়ে দেখল এ যে মিষ্টি মদ। এল কোত্থেকে? সে ভাণ্ডারী অথচ সে-ই জানতে পারল না। সে বরকে গিয়ে ধরল: 'এত ভালো মদ থাকতে এতক্ষণ বাজে মাল চালাচ্ছিলেন কেন? লোকে তো ভালোটাই আগে চালায়।'

বরও অভিভূত।

এ যে দেখি অফুরন্ত মদ। হ্যাঁ, অফুরন্ত আনন্দ, অফুরন্ত করুণা। যীশুর করুণা যখন আসে তখন এমনি অফুরন্ত আনন্দ হয়েই আসে, হিসাবের অঙ্ক ঠিক থাকে না। সমস্ত স্থান-কালের বেষ্টনী অতিক্রম করে দেখা দেয়। পৃথিবীর সমস্ত তৃষ্ণাও তাঁর করুণাকে শুষে নিঃশেষ করতে পারে না। তোমার প্রয়োজনের চেয়েও তাঁর আয়োজন অনেক বেশি। সমস্ত প্রয়োজনকে সেই আয়োজনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই মনুষ্যত্ব।

মা, ভাই ও শিষ্যদের নিয়ে যীশু চলে গেলেন কাফরনাউমে গ্যালিলি হ্রদের উত্তর কূলে। কদিন পর চললেন ফের জেরুজালেমে। নিস্তার পর্বের আর দেরি নেই।

মিশরীয়দের হাত থেকে ইহুদিদের দাসত্বমোচনের বার্ষিক স্মরণ-উৎসবই নিস্তার পর্ব।

উৎসব উপলক্ষে শহর লোকে লোকারণ্য। রঙচঙে পোশাকে পথঘাট আলো হয়ে গেছে! মন্দিরে দুর্দান্ত ভিড়। বসে গেছে বেচাকেনার দোকানপাট। টাকা-ভাঙানোর লেন-দেন। বলির পশুর নামে বিকিকিনি। শুরু হয়েছে পুরোহিতদের ধোঁকাবাজি। ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা।

মন্দিরের বাবত তীর্থযাত্রীদের কর দেবার নিয়ম। উনিশ বছরের বেশি বয়সের লোক হলেই সে করের দায়িক হল, কর না দিলে তীর্থ করাই বিড়ম্বনা। করের হারও খুব কষ্টকর, সাধারণ মানুষের প্রায় দুদিনের মজুরির মত। আদায়ের ব্যাপারে মন্দিরের গোমস্তরাও খুব কঠোর। কড়াকড়ি না করেই বা উপায় কী? মন্দিরের সংরক্ষণের ও তার বিচিত্র কৃত্যাকরণের বিপুল ব্যয়ভার তো বহন করতে হবে। তাই কারু নিষ্কৃতি নেই। কেউ কোনো অনুগ্রহের কথা বোলো না।

মন্দিরের মাঝে জুয়াও ব্যবসা চলেছে। চলেছে দারুণশোষণ।

কর ইহুদি মুদ্রায় দিতে হবে। যদিও রাজ্যে বিদেশী মুদ্রা প্রচলিত আছে—রোমের ও গ্রীসের, মিশরের ও প্যালেস্টাইনের—মন্দিরের করের বেলায় তারা নিষিদ্ধ। মন্দিরের এই দেওয়া সাধারণ ঋণশোধ নয়, ঈশ্বরের ঋণশোধ, তাই সে মুদ্রা পবিত্র হওয়া দরকার। পুরো-হিতদের বিধানে একমাত্র ইহুদি মুদ্রাই পবিত্র, আর সব বিদেশী মুদ্রা অশুচি। তাই যাদের হাতে বিদেশী মুদ্রা আছে তাদেরকে ইহুদি মুদ্রায় বদল নিতে হয়। সেই [illegible] অনেক মহাজন। বাটার হার নির্দিষ্ট নেই। ঠকিয়ে ধরে [illegible], যেমন খুশি [illegible], আদায় করা [illegible]। [illegible] আমি [illegible] এসব কাকুতি-মিনতির ঠাঁই নেই। [illegible] থেকে। [illegible]

[illegible] বসেছে [illegible] বেপারী। ঘুঘু, পায়রা চাও, তাও পাবে; কিন্তু [illegible] বলি দাও, পশু বা পাখি, তাদের নিখুঁত হওয়া চাই। কোনো খুঁত থাকলে [illegible] বলির জন্য গৃহীত হবে না। তাই পশু-পাখির পরীক্ষার জন্যে নিরীক্ষক নিযুক্ত করা আছে, বিচারের [illegible]। যদি মন্দিরের বাইরের বাজার থেকে কেনো, তোমার বলি বাতিল হয়ে যাবে। তাই বলির পশু-পাখিও মন্দির এলাকার দোকানদারদের কাছ থেকেই কিনতে হবে। দোকানদারদের অতিরিক্ত রোজগার। আর বাজারে যে ঘুঘুর দাম [illegible] পেনি, মন্দির এলাকা থেকে কিনতে গেলে [illegible] পনেরো শিলিং।

এ শুধু পীড়ন নয়, লুণ্ঠন। এ নির্লজ্জ দুর্নীতি। একে প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব।

মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন যীশু।
এ আরেক যীশু। এ স্নিগ্ধ নয়, এ ক্রুদ্ধ যীশু। বিনম্র নয়, উদ্যতাস্ত্র।

মন্দির শুধু মন্দির নয়, যীশুর কাছে এ তাঁর পিতা, স্বয়ং [illegible] উপস্থিতি। তাঁর কাছে মন্দির পিতৃগৃহ। বারো বছর বয়সে

বালক যীশু একদিন বলেন নি, আমি আমার বাবার বাড়ি ছাড়া আর কোথায় যাব, বাবার কাজ ছাড়া আর কী করণীয় আছে।

সে পুণ্যের বাড়িতে, প্রার্থনার বাড়িতে, এ কী জঘন্যতা। দরাদরি, চেঁচামেচি, টাকা [illegible] ব্যবসা করা। ব্যবসাদারি না, জুলুমবাজি! [illegible] বিন্দুও কেড়ে নেওয়া। [illegible] প্রার্থনার ঘরকে ডাকাতের [illegible]।

মন্দির তো [illegible]। আর উপাসনা [illegible]।

ধর্মের নামে [illegible] অপরাধ নয়, [illegible]।

এই বুঝি দেশের [illegible] পরিত্রাতা। দক্ষিণ [illegible] রুদ্র [illegible]।

দড়ি দিয়ে যীশু [illegible] দণ্ড, চাবুক ছাড়া কিছু না। সেই চাবুক [illegible] যীশু [illegible] মন্দিরে।

'আমার প্রার্থনার মন্দিরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের [illegible] করে তুলেছে।' ক্রোধে তপ্ত হলেন যীশু। 'পালাও, দূর হও [illegible]।'

মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে [illegible] বেপারিরাও ছুটে পালাল। মহাজনদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে দিয়ে তাদের টেবিল উলটে ফেলে দিলেন। পায়রা-ব্যবসাদারদের বললেন: 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এ আমার পিতৃগৃহ, হাট বাজার নয়।' মন্দিরের মধ্য দিয়ে কোনো ফিরিওয়ালাকে তার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে দিলেন না। বললেন, তোমরা কি জানো না, শাস্ত্রে কি লেখা নেই, আমার এ বাড়ি বিশ্ববাসী সকল মানুষের প্রার্থনার স্থান বলে পরিচিত হবে? তার বদলে এর পরিচয় হচ্ছে এ এক চোর-ডাকাতের আড্ডা?

লোকটার কী স্পর্ধা! ভাব দেখাচ্ছে এ মন্দির যেন ওর নিজের বাড়ি। ওর বাবার বাড়ি। যেন সেই অধিকারে ও সবাইকে শাসন করছে, বিতাড়ন করছে। বেপারি-ব্যবসায়ীর দল মনে মনে ভীষণ রুষ্ট হল কিন্তু যীশুর সেই তেজোদৃপ্ত পবিত্র মূর্তির সামনে দাঁড়াতে সাহস পেল না।

ইহুদিরা কেউ কেউ যীশুর সম্মুখীন হল। জিজ্ঞেস করলে, 'এই কাজ করার আপনার কী অধিকার আছে?'

'আমার বাড়ির সুনাম আমাকে রাখতেই হবে।'

'আপনার এ অধিকারের প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ?' যীশু বললেন, 'এ মন্দির ভেঙে ফেল। তিন দিনে আমি আবার তা তুলে দাঁড় করিয়ে দেব।'

ইহুদিরা হেসে উঠল: 'এ মন্দির তৈরি করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল। আপনি তা তিন দিনে দাঁড় করিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ, দেব।'

যীশু যে মন্দিরের কথা বলেছেন সে মন্দির বুঝি এই ইট কাঠ পাথরের মন্দির নয়, সে তাঁর দেহ-মন্দির। যখন তাঁর মৃত্যুর পর তিনি উঠে আসবেন তখনই সবাই বুঝবে এর তাৎপর্য।

মেষশাবকের রোম দেখ। শোনো মেষশাবকের গর্জন।

এ যীশুর কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, নয় কোনো পার্থিব বিদ্বেষ। এই ক্রোধ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, প্রতারণার বিরুদ্ধে। প্রাণহীন কৃত্যকরণের বিরুদ্ধে। পশুবলির বিরুদ্ধে। এই ক্রোধ তাঁর প্রেমেরই আর এক দিক। বঞ্চিত-লাঞ্ছিতকে ভালোবাসেন বলেই তো উৎপীড়কের প্রতি ক্রোধ। আর যে অত্যাচারী সে একবার আন্তরিক অনুতপ্ত হোক, সেও পেয়ে যাবে ক্ষমা, পেয়ে যাবে স্নিগ্ধতা, তাকেও তিনি ভালোবাসবেন। এ শুধু মন্দিরের পরিষ্করণ নয়, এ মানুষের মনেরও প্রক্ষালন।

সমস্ত শহর আলোড়িত হয়ে উঠল। মন্দিরের প্রধানদের, পাণ্ডাদের বলে কিনা ডাকাতের দল। এতদিনের পুরোনো প্রথাকে চাইছে কিনা সমূলে উৎখাত করতে? তারপর গায়ের জোরে কিনা সব তছনছ ওলোটপালোট করে দিল? গরু ভেড়া তাড়িয়ে দিল, উড়িয়ে দিল পাখিগুলো? একটা লোক অত বড় একটা দুষ্কাণ্ড করল কেউ রুখতে পারল না? কিন্তু যাই বলো, এর পরিণাম ভয়াবহ হবে।

সমস্ত শহর আলোকিত হয়ে উঠল। কে এ নিঃস্বার্থ বিদ্রোহী? লুণ্ঠনকারীদের ডাকাতের দল বলেছে, ঠিকই বলেছে। '[illegible]

তো বাধা দিতে পারল না, বাজার গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। ধর্মের পথে লোক এসেছে, ন্যায়ের দণ্ড হাতে, তার সঙ্গে পাপাত্মারা পারবে কী করে? বাঁচল দলিত জনগণ, বাঁচল নিরীহ পশুপাখি। ঈশ্বর পশুপাখির রক্ত চান না, চান ভক্তের অনুরাগ। এই অনুরাগের কোনো বিকল্প নেই। তবে কি আমাদের সেই প্রার্থিত পুরুষই সমাগত?

ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক, প্রবীণ নিকোদেমাস, একদিন রাত করে চুপিচুপি দেখা করতে এল। যীশু তখন আছেন শিষ্য জন-এর বাড়িতে, নিরিবিলিতে। যাই দেখে আসি। প্রাণের জিজ্ঞাসার নিরসন করি।

তার বুঝি বিশ্বাস হয়েছে যীশু ঈশ্বরপ্রেরিত। তবে তিনি বলুন কবে কী ভাবে স্বর্গরাজ্য বা ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে?

বিশ্বাস করলেও নিকোদেমাসের ধারণা স্বর্গরাজ্য বুঝি এমনি এক সমৃদ্ধির রাজ্য—প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, প্রাবল্য আর ঔজ্জ্বল্যের আড়ম্বর, আর সে রাজ্যে শুধু ইস্রায়েলীদেরই একাধিপত্য। ভালো করে জেনে আসি তার বিবরণ।

রাব্বি,' নিকোদেমাস বললে যীশুকে, 'আমরা বুঝেছি আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। ঈশ্বরপ্রেরিত না হলে আপনি অবলীলায় এত সব কাণ্ড করলেন কী করে? আপনি আমাদের উপদেশ করুন।'
'ঈশ্বররাজ্য দেখতে চাও?'

মনের কথাটা টেনে বার করেছেন প্রভু। নিকোদেমাস বললেন, 'হ্যাঁ, তাই। সে রাজ্য কবে দেখতে পাব?'

'ঊর্ধ্বলোক থেকে মানুষকে পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে। সেই পুনর্জন্ম না পাওয়া পর্যন্ত ঈশ্বররাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে না।'

'একবার জন্মাবার পর মানুষ আবার কী করে পুনর্জন্ম পাবে?' নিকোদেমাসের ধাঁধা লাগল: 'মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার কী করে প্রবেশ করবে?'

যীশু বললেন, 'সেই জন্ম নয়। আমাকে বিশ্বাস করো, পরমাত্মা থেকে মানুষকে দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। দেহ থেকে যা জন্মায়

তা শুধু দেহই কিন্তু আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মা আর তারই ঈশ্বররাজ্যে অধিকার। এতে অবাক হবার কিছু নেই। তোমারও দরকার এই নব জন্ম—সকলের দরকার। দৈহিক মানুষ আধ্যাত্মিক মানুষে পরিণত হতে পারলেই সেই পরমরাজ্যের অভ্যুদয়।'

বিশ্বাস করতে এসেও নিকোদেমাসের সংশয় যায় না। বললে, 'কী করে এই জন্মান্তর সম্ভব ?'

'বাতাস বয়ে যাচ্ছে, তার শব্দ শুনছ, তবুও তাকে দেখতে পাচ্ছ না সে কী করে সম্ভব ? কে বলবে কোন দিক থেকে আসে কোন দিকে চলে যায়। তেমনি পরমাত্মা থেকে মানুষের নব-জন্মও সম্ভব হবে।'

তাই হবে হয়তো। ঈশ্বরের শক্তির অবধি নেই, মানুষেরও তেমনি সম্ভাবনার শেষ নেই। কিন্তু আত্মা থেকে নব জন্ম—নিকোদেমাসের এই কুয়াশা ঘুচতে চায় না। আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে বুঝিয়ে দিন।

'তুমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করো।' বললেন যীশু, 'আমি যা জানি তাই বলি, যা দেখি তারই সাক্ষ্য দিই। পৃথিবীতে যা ঘটবে তাই বললে যখন বিশ্বাস করতে পারো না, স্বর্গে কী ঘটছে তা বললে আরো অবিশ্বাস হবে।'

'স্বর্গে আর কে যেতে পেরেছে যে তার কথা বলবে ?'

'স্বর্গে যাওয়া নয়, স্বর্গ-থেকে-নেমে-আসা লোক তা বলতে পারে।' শিষ্য জন বললে।

'স্বর্গ থেকে কে-ই বা পারে নেমে আসতে ?'

'যার স্বর্গে বাস সেই মনুষ্য-পুত্রই নেমে এসেছে। মোজেস যেমন মরুভূমিতে সাপকে তুলে ধরেছিল তেমনি এই মনুষ্যপুত্রকেও উঁচুয় তুলে ধরা হবে। যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করবে, অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে যাবে।'

মিশর থেকে বেরিয়ে এসে ইস্রায়েলীরা দেশে ফিরছে। পথে পড়ল এক বিরাট মরুভূমি। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। তখন

তারা অনুতাপ করল কেন ছাই মিশর থেকে পালাতে গিয়েছিল তারা—এমন কী খারাপ ছিল সেখানে। অকৃতজ্ঞ ইস্রায়েলীদের শাস্তি দেবার জন্যে ভগবান সেই মরুভূমিতে বিষধর সাপ পাঠালেন—সাপের পর সাপ। ভয়ার্ত ইস্রায়েলীরা তখন অনুতাপ করতে লাগল, কাঁদতে লাগল করুণার জন্যে। ভগবান তখন মোজেসকে বললেন, এই সাপের একটা মূর্তি বানাও আর সেটাকে সবার চোখের সামনে উঁচুতে তুলে ধরো। যে বিশ্বাস করে এই সাপকে দেখবে, বেঁচে যাবে, নির্বিষ ও নিরাময় হয়ে যাবে।

তাই হল। সাপের মূর্তি গড়ে উঁচুতে টাঙিয়ে দিলেন মোজেস। যে বিশ্বাস করে চোখ চেয়ে দেখল, নীরোগ হয়ে গেল। যে বিষাক্ত করেছিল সেই ফের বিষহরণ করলে।

তাই বলে সর্পপূজা শুরু হয়ে যাবে নাকি? ঘরে ঘরে সর্পমূর্তি? মূর্তিপূজা যে নিষিদ্ধ। সাপকে কে পূজা করছে? সাপ দংশন করেনি, আরোগ্যও তার উপহার নয়। ভগবান মেরেছেন, ভগবানই আবার বাঁচিয়ে দেবেন। শুধু ভগবানের দিকে তাকাবার জন্যই সাপের দিকে চোখ ফেলা। তেমনি মানবপুত্রকেও উঁচুতে তুলে ধরা হবে—জন বুঝি এখানে যীশুর ক্রুশে আরোপিত হবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন—কিন্তু ভয় নেই, যে বিশ্বাস করে তাকাবে, দেখবে, সেই শাশ্বত জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কী বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করবে যীশুই ঈশ্বর-ইচ্ছার পরিপূর্তি। ঈশ্বর যেমনটি চেয়েছেন তেমনটিই হয়েছেন যীশু। বিশ্বাস করবে ঈশ্বর যেমনটি বলাচ্ছেন তেমনি বলছেন যীশু। ঈশ্বর সম্পর্কে চরম সত্য কথা একমাত্র যীশু বলতে পারেন। ঈশ্বরের মনটি যীশুর মধ্যেই কাজ করছে। বিশ্বাস করবে যীশুর কথাই তাই পালনীয়, আমাদের একমাত্র গতি যীশুতেই শরণাগতি।

আর শাশ্বত জীবন কী? শাশ্বত জীবন হচ্ছে বিশ্ব-মানবসংসারে ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস। প্রেমের, ক্ষমার, শান্তির, মৈত্রীর সমানস্রোত। এক পিতার সংসারে একভ্রাতৃত্ব। যে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করে সে কী

করে আর অন্য মানুষকে পৃথক করে দেখে ? কী করে বা কাউকে ক্ষুদ্র বলে ভাবে ? কী করে বা ভালোবাসতে কার্পণ্য করে ?

শিষ্য জন বলছে, ভগবান যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা কাউকে দণ্ড দেবার জন্যে নয়, সকলকে প্রেমে ও ক্ষমায় ত্রাণ করবার জন্যে। ভগবানের এই উপহার এই পুত্রপ্রেরণই তো প্রমাণ তিনি আমাদের কত ভালোবাসেন। যে বিশ্বাস করল না, সে তো, নিজের বিচারেই দণ্ডিত হয়ে রইল। সংসারে যখন আলো এল তখন কেউ যদি অন্তরালে অন্ধকারে বসে থাকে, বুঝতে হবে সে লজ্জিত হবার মত কিছু আচরণ করেছে, সে সৎ নয়, সরল নয়, সে মিথ্যের কারবারী। যার জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার কাজ পরিচ্ছন্ন, সে নির্বারিত আলোকে এসে দাঁড়াক। যীশুই সেই আলোক, সেই আশ্বাস।

যীশু সশিষ্য জুডিয়াতে ফিরে এলেন। এবং দীক্ষা দিতে লাগলেন। কাছেই এনোন-এ দীক্ষাগুরু জন অনুতাপ-স্নান করাচ্ছেন, তাঁর কাছে খবর গেল বেশির ভাগ লোক যীশুর কাছেই যাচ্ছে।

'তাই তো যাবে, সকলে যাবে।' দীক্ষাগুরু জন অপরিমিত খুশি হলেন। বললেন, 'বরের কাছেই তো বধু যাবে। তিনিই তো খ্রীস্ট, ঈশ্বরের দান, তিনিই বরণীয়, সর্ববরেশ্বর--'
'তবে আপনি কে ?'

'আমি বরের বন্ধু। আমি শুধু বরের পাশে দাঁড়িয়ে বরের কথাবার্তা শুনি আর আনন্দ করি। বর সমৃদ্ধ হতে সমৃদ্ধতর হবে আর আমি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হব।' প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি জন বললেন তৃপ্ত মুখে।

জুডিয়া ছেড়ে যীশু চললেন গ্যালিলি।

সোজা দ্রুত পথ সামারিয়ার মধ্যে দিয়ে। যীশু সেই পথে এলেন, সিচার নামের শহরে। তপ্ত দ্বিপ্রহর, যীশু শ্রান্ত হয়ে একটি কুয়োর ধারে বসে পড়লেন। যীশুও শ্রান্ত হন। যীশুরও তেষ্টা পায়। তাঁর শিষ্যেরা খাবারের সন্ধানে বাজার খুঁজতে বেরুল। কিন্তু জলের কী হবে !

কুয়োর জল অনেক গভীরে, জল তোলবার মত দড়ি-বালতি কিছুই যীশুর নেই। তাই তৃষ্ণা পেলেও চুপ করে রইলেন।

কে যেন জল নিতে আসছে। যীশু তাকিয়ে দেখলেন একটি নারী।

'আমি পিপাসিত, আমাকে একটু জল দাও।' যীশু বললেন কাতর স্বরে। আপনজনের মত।

নারী চমকে উঠল। বললে, 'আপনি ইহুদি না? ইহুদি হয়ে সামারিয়ার মেয়ের হতে জল খাবেন?'

ইহুদিদের সঙ্গে সামারিয়াদের বহু যুগের ঝগড়া। কোনো ছোঁয়াছুঁয়ি দূরের কথা, কোনো লেন-দেন পর্যন্ত নেই। সব জেনে-শুনে যীশু এসেছেন সামারিয়ায়, জল চাইছেন, তাঁর শিষ্যেরা খাবার কিনতে গিয়েছে। তবে কি শত্রুতার প্রাচীর ভেঙে পড়ছে, মুছে যাচ্ছে কৃপণ সাম্প্রদায়িক সীমানা?

যীশু বললেন, 'তুমি যদি জানতে ঈশ্বর কাকে উপহার দিয়েছেন আর কে তোমার কাছে জল চাইছে, তা হলে তুমি তার কাছেই উলটে জল চাইতে আর সে তোমাকে জীবন্ত জল দিত।'

নারী বললে, 'আপনি যে জল দেবেন আপনার পাত্র কই? এই কুয়ো ছাড়া এখানে আর কোনো জল নেই। এই কুয়ো আমাদের পূর্ব-পুরুষ জেকব ক'রে দিয়ে গেছেন। আপনি কি জেকবের চেয়েও বড়? এ অঞ্চলের মানুষ-পশু আমরা সবাই এই জলে তেষ্টা মেটাই। আপনার আবার কোন জল?'

'এই কুয়োর জল যে খায় তার আবার তেষ্টা পায়, কিন্তু আমি যে জল দেব তা খেলে কোনো দিন আর তেষ্টা পাবে না। সেই জল অন্তরে চিরন্তন একটি উৎস রচনা করবে আর তার থেকে শত দিকে বইবে ধারাস্রোত।'

নারী কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে শান্তস্বরে বললে, 'আমাকে তবে সেই জল দিন। আমার যেন কখনো আর পিপাসা না পায়। যেন এতদূর এসে এই জল বয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনও আর না থাকে।'

'বেশ, বাড়ি গিয়ে তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এস।'

নারী চোখ নামাল: 'আমার স্বামী নেই।'

'হ্যাঁ, তুমি সত্যি কথা বলেছ, তোমার স্বামী নেই। আগে তোমার

পাঁচ-পাঁচ স্বামী ছিল, কেউ বেঁচে নেই, আর এখন যে লোক তোমার সঙ্গে আছে সে তোমার স্বামী নয়। ঠিক, তুমি সত্যি কথাই বলেছ।'

একমাত্র ভগবানের সামনেই বুঝি মানুষ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে পারে না। নারী বুঝল তার সামনে যিনি প্রত্যক্ষীভূত হয়েছেন তিনি একজন মহর্ষি। সমস্ত অতীত তো দেখতে পান‌ই, অন্তরের নিগূঢ়েও আলো ফেলেন। কুণ্ঠার ক্লয়াশাটুকুও রাখেন না। সারল্যের দুঃসাহস এনে দেন।

'বুঝতে পারছি আপনি মহর্ষি।' ব্যাকুল হয়ে নারী বললে, 'তবে আমাকে এবার উপাসনার কথাটা বুঝিয়ে দিন। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এই পাহাড়ে উপাসনা করতেন, আর আপনারা বলেন, জেরুজালেমই একমাত্র উপাসনার স্থান। এর সামঞ্জস্য কোথায়?'

'শোনো, আমাকে বিশ্বাস করো, সময় এগিয়ে আসছে, তখন উপাসনা করতে কেউ আর এই পাহাড়ে উঠবে না, জেরুজালেমেও যাবে না।' যীশু বললেন দৃঢ় স্বরে, 'তখন সত্যিকার ভক্তেরা যে যেখানে আছে সেখানেই শুধু সত্য-নিষ্ঠায় ও আধ্যাত্মিক চেতনায় ঈশ্বরের আরাধনা করবে। সেই পূজার উপচার শুধু ভক্তি আর ভালোবাসা। ঈশ্বরও সেই সব উপাসকের সন্ধান করে ফিরছেন।'
'হ্যাঁ, আমি জানি।' নারী বললে বিহ্বল কণ্ঠে, 'আমি শুনেছি, খ্রীস্ট নামে সে 'মেশায়া' শিগগিরই আসবেন আমাদের মাঝখানে। আমাদের আর তখন দুঃখ থাকবে না। তিনি সব বলে বুঝিয়ে দেবেন আমাদের।'

যীশু পরমস্নেহে বললেন, 'তোমার সঙ্গে এই যে কথা বলছি—এই আমিই সেই খ্রীস্ট।'

আমিই সত্যের মত স্পষ্ট। সত্যের মত সহজ।

পাহাড়ে-মন্দিরে নয়, যে যেখানে দাঁড়িয়ে, সেইখানেই ঈশ্বরসান্নিধ্য। ঈশ্বর সঙ্গে থাকলে ধূলিও পবিত্র, মরুভূমিও তৃণশ্যামল আর সঙ্গে না থাকলে পর্বতে-মন্দিরেও শুধু ক্লেশ আর নিষ্ফলতা।

বাজার থেকে যীশুর শিষ্যরা এসে পড়ল। এসে দেখল যীশু একটি নারীর সঙ্গে কথা বলছেন।

এ এক অভিনব ব্যাপার। অবাক হলেও তারা নারীকে জিজ্ঞেস করল না, তোমার কী চাই, এখানে তোমার কী দরকার? প্রভুকেও প্রশ্ন করলো না, আপনি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন কেন? তারা বুঝে নিল প্রভু যা করছেন সমস্তই ঈশ্বরনির্দেশ।

নারী তার জলের কলসী ফেলে রেখে শহরে ফিরে গেল।

শিষ্যেরা যীশুকে অনুরোধ করতে লাগল, এবার কিছু খান।

'কী এনেছ, কী খেতে দেবে?' প্রভু বললেন, 'আমার কাছে এমন খাদ্য আছে যা খেলে আর খিদে থাকেনা। তোমরা তার নামও শোননি!'

খিদে নেই, তবে কি কেউ প্রভুকে খাবার এনে দিয়েছে?

যীশু বললেন. 'আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর আদেশমত কাজ করা ও সেই কাজকে সম্পূর্ণ করাই আমার জীবনের খাদ্য-পানীয়। তোমরা ফসল কাটার স্বপ্ন দেখ না? কী বলো? বলো, আর চার মাস বাকি আছে, তার পরই ফসল কাটা শুরু হবে। কিন্তু আমি কী বলি? আমি বলি, চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, মাঠে [illegible] রঙ লেগেছে—তার মানে, ফসল কাটার সময় এখুনি উপস্থিত। [illegible] যে কাটে সেই পারিশ্রমিক হিসাবে অনন্ত জীবনের শস্য [illegible]। এখানে ফসল যে বোনে আর কাটে দুজনেই একত্র

আনন্দিত হয়। প্রচলিত প্রবাদবাক্য—বোনে একজন কাটে আরেকজন —যেন এখানেই প্রযোজ্য। যে ফসল তোমাদের কাটতে পাঠিয়েছি তার জন্যে তোমরা বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করোনি। অন্য লোক পরিশ্রম করেছে আর তোমরা তার ফল ভোগ করছ। রোপণ-বপন একের, আহরণ অন্যের।'

সেই সামারিয় নারী ইতিমধ্যে শহরে ফিরে গিয়ে সবাইকে ডেকে বলতে শুরু করেছে, 'দেখে যাও কে এসেছেন।

'কে এসেছেন ?'

'খ্রীস্ট এসেছেন। নইলে বলো আমার অতীত জীবনের সমস্ত কথা তিনি বলে দিলেন কী করে ?'
'চলো দেখে আসি।'

শহরবাসীরা দলে দলে আসতে লাগল যীশুর কাছে। তাঁর মুখে শুনতে লাগল ধর্মকথা। শুনল আর মোহিত হয়ে গেল। বললে, আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমাদের আরো কত প্রতিবেশী অজ্ঞাতে এখনো বিমুখ রয়েছে, তাদের ডাকি, তাদের দেখাই, শোনাই, বিশ্বাসবান করে তুলি।' সংবাদদাতা নারীকে বললে, 'আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করেছি ভেবোনা, আমরা বিশ্বাস করেছি তাঁর নিজের কথায়, তাঁর মুখের অমৃত বর্ষণে। আমাদের প্রাণের আলোয় চিনতে পেরেছি তাঁকে, তিনি সত্যি-সত্যিই খ্রীস্ট, বিশ্বভুবনের মুক্তিদাতা।'

দু দিন পরে যীশু খবর পেলেন দীক্ষাগুরু জনকে হেরড এন্টিপাস কারারুদ্ধ করেছে।

এন্টিপাসের ভাই ফিলিপ। ফিলিপ হেরোডিয়াসের দ্বিতীয় স্বামী। হেরোডিয়াসের প্রথম স্বামীর ঘরে একটি মেয়ে আছে, নাম সালোমি। হেরোডিয়াস ফিলিপকে ছেড়ে দিয়ে এন্টিপাসকে বিয়ে করলে। এত বড় একটা অনাচার জনসাধারণ যেন বরদাস্ত করতে পারছিল না, কিন্তু সরবে প্রতিবাদ জানায় এমন কারু সাহস নেই। দীক্ষাগুরু জন জনসাধারণের সেই অনুভূতিকে ভাষা দিলেন। ঘোষণা করলেন, রাজার পক্ষে ভ্রাতৃবধূর পাণিগ্রহণ ঘোরতর দুর্নীতি।

এন্টিপাসের কানে গেল কথাটা। হেরোডিয়াসও শুনতে পেলেন

বললে, 'কে এ সাধু, রাজার আচরণের সমালোচনা করে? রাজা এই স্পর্ধা উপেক্ষা করবে?' এণ্টিপাসকে সে উত্তেজিত করতে লাগল : 'যাও সাধুর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে এস।'

রাজা ভয় পেল। তেজপুঞ্জদেহ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, পরনে চর্মাম্বর, তাকে হত্যা করার কথা ভাবতে পারল না। তার বিরাট শিষ্যমণ্ডলীর কথা ভেবেও নিরস্ত হল। কিন্তু একটা প্রতিকার তো করা দরকার।

সাধু কি এমনি নিন্দা করে বেড়াবে?

সন্ন্যাসীকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এস।

জন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে। ও পাপ পুরীতে কে যাবে?

এণ্টিপাস নিজেই জনের গুহায় এসে উপস্থিত হল। অনেক মিনতি করল সাধু যেন তাদের বিয়ে নিয়ে বিরুদ্ধ কথা না বলেন।
'আমরণ বলব।' জন গর্জন করে উঠলেন, 'ভ্রাতৃবধুকে বিয়ে করা গর্হিত দুষ্কর্ম।'

কথায়-কথায় খুন করতে পারে এণ্টিপাস কিন্তু এখানে তার হাত উঠছেনা কেন? বাইরের কোনো কারণে তত নয়, যত তার অন্তরের শাসনে। সে তার অন্তরের অন্তরে জানে জন একজন পূত-চরিত্র সাধু, ন্যায় আর ধর্মই তাঁর সমস্ত সত্তা, তাঁকে দংশন করবার আগে বিবেকেই প্রথম দংশন লাগে। তা হলে হৃদয়হীন রাজার হৃদয়েও করুণা আছে, দাক্ষিণ্য আছে! তাতে আর আশ্চর্য কী! এমন কোন মানুষ আছে যে একেবারে প্রস্তর!

কিন্তু হেরোডিয়াসের প্ররোচনা অপ্রতিরোধ্য। ওই সাধুকে নিপাত করো। ও আমাকে অপমান করেছে, এর শোধ তোলো। ও না মরলে আমার নিন্দার অবসান হবে না।

এণ্টিপাস জনকে ধরে এনে ম্যাচেরোর দুর্গে বন্দী করল।

কেউ কেউ বলে বন্দী করার উদ্দেশ্য জনকে হেরোডিয়াসের প্রতিহিংসার থেকে দূরে রাখা। যতদূর সম্ভব কালহরণ করা। যদি তার মধ্যে কোনো উপলক্ষে রাণীর হৃদয় নরম হয়। যদি পাপে তার ভীতি আসে।

প্রান্তরের মানুষকে প্রাচীরে আবদ্ধ করা হল। তবু সত্যের জন্যে, পুণ্যের জন্যে নির্যাতন সহ্য করতে জন প্রস্তুত। মৃত্যুকে তাঁর ভয় কী। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী তো সফল হয়েছে—মানবজাতির পরিত্রাতা তো এসে গিয়েছেন। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তো প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, সেখানে দৈহিক মৃত্যুর কথা কে ভাবে ?

সামারিয়ায় দু-দিন থেকে যীশু গ্যালিলিতে এলেন।

গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না—ভেবেছিলেন গ্যালিলির লোক তাঁকে চিনতে চাইবে না। কিন্তু, না, তারাও সংবর্ধনায় উচ্ছ্বসিত হল। তারা শোনা কথায় বিশ্বাস করছে না, তারা যে নিজের চোখে জেরুজেলামে দেখে এসেছে প্রভু কী সব কাণ্ড করলেন। নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে কী করে তারা চোখ বুজে থাকবে ? হৃদয় যে উদ্বেল।

কানায় এলেন যীশু। সেখানে কাফেরনাউমের এক রাজকর্মচারী এসে হাজির। কানা থেকে কাফেরনাউম কুড়ি মাইল। তবু দূরত্ব কোনো বাধা হয়নি। ব্যাকুলতাই পথকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

'চলেছেন কোথায় ?'

'কানায়। প্রভু যীশুর দুয়ারে।'

'সেখানে কী ?'

'সেখানে আরোগ্য আর আরাম—আয়ু আর আশ্রয়।'

'আসলে ব্যাপারটা কী ?'

'আমার ছেলেটার দারুণ অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। বোধ হয় বাঁচবে না।'

পথচারী পরিচিত লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। ছুতোর মিস্ত্রি যীশু আবার ডাক্তারি শিখল কবে ? তারপর রুগীর যখন এখন-তখন অবস্থা তখন কতক্ষণে কুড়ি মাইল পথ ভেঙে পৌঁছুবে রুগীর কাছে ? রুগী এতক্ষণেই টেঁসে গেছে কিনা তার ঠিক কী ?

এক গ্রাম্য ছুতোরের কাছে চলেছে এক রাজকর্মচারী। তার সমস্ত পদ-পদবীর মর্যাদা, সমস্ত আভিজাত্যবোধ ত্যাগ করেছে, উৎখাত করে দিয়েছে তার সমস্ত অহংকার। কে কী বলছে, কারা হাসছে,

না। একটি ব্যথিত প্রার্থনা নিয়ে চলেছে যীশুর কাছে, চলেছে একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, তিনিই একমাত্র সহায়ক, তিনিই একমাত্র ফলদাতা।

এমনি করে চলো প্রভুর কাছে, নম্রতায় নিরহঙ্কারে। মেনো না লোকলজ্জা, মেনো না লোকমান্য। প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা আনো। আর বিশ্বাসে বলীয়ান হও, তিনি প্রার্থনাপূরণ করবেনই করবেন, তাঁর করুণার কোনো পরিধি নেই।

'প্রভু, আমার ছেলের মরণাপন্ন অসুখ!' রাজকর্মচারী কেঁদে পড়ল: 'আপনি একবার চলুন, তাকে ভালো করে দিন!'

যীশু বললেন, 'অঘটন কিছু না ঘটাতে পারলে তোমরা বুঝি আমাকে বিশ্বাস করবে না?'

প্রভু বুঝি তিরস্কার করলেন। তবু রাজকর্মচারী নিরুৎসাহ হল না। তার আন্তরিকতায় কিছুমাত্র কম পড়ল না। বিশ্বাস যেমন অনড় ছিল তেমনিই থাকল।

"'আমার ছেলের অন্তিম নিশ্বাসের আর দেরি নেই প্রভু, চলুন, তাকে ভালো করে দিন।'

যীশু বললে, 'তুমি বাড়ি ফিরে যাও, তোমার ছেলে ভালো হয়ে গেছে।' ভালো হয়ে গেছে? বিনা-দ্বিধায় রাজকর্মচারী বাড়ি ফিরে চলল।

আবার সেই দীর্ঘ কুড়ি মাইল পথ। শুধু মুখের একটি কথা নিয়ে ফিরে যাওয়া। প্রভু নিজে এলেন না, ছেলের জ্বরতপ্ত কপালে রাখলেন না একটি স্নেহস্পর্শ। মুখে শুধু একটি আশ্বাসের কথা বললেন। তাই কি যথেষ্ট?

হ্যাঁ, তাই যথেষ্ট। প্রভু যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই হবে। মুমূর্ষ পুত্রের বাপ তাই পরিপূর্ণ বিশ্বাস করল। হ্যাঁ, 'হলেও হতে পারে' না, হতেই হবে, হবেই হবে। এ না হয়ে যায় না। এর অন্যথা নেই।

ফিরতি পথে একদিন একরাত্রি কেটে গেল। তবু রাজকর্মচারীর মনে সংশয়ের এতটুকু একটা দুর্বল রেখা পড়ল না। না নির্জনে, না না, অন্ধকারে। তার নীরন্ধ্র বিশ্বাস নীরন্ধ্রই রইল।

দেখল তার বাড়ির চাকরেরা আসছে আগ বাড়িয়ে।

'কী ব্যাপার?'

'জ্বর ছেড়ে গেছে।'

'কখন ছেড়েছে?'

'কাল দুপুর একটায়। জ্বর ছাড়তে রোগও সেরে গেছে।'

রাজকর্মচারী হিসেব করে দেখল কাল যখন প্রভু আশ্বাস দিয়েছিলেন তখন ঘড়িতে বেলা একটা।

আর কি পালিয়ে যাবার পথ আছে? একটি প্রার্থনাপূরণ আদায় করে নিয়ে এবার কি তবে ঘুম যাবে? না কি ভুলে থাকবে? না কি মগ্ন হবে ঔদাসীন্যে?

না, রাজকর্মচারী তার পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রভুতে শরণাগত হল। তুমি অকূলের কূল, তুমি অগতির গতি, তুমি অশরণের আশ্রয়।

কাফেরনাউমে এসে বাসা নিলেন যীশু। এখান থেকে তিনি ঈশ্বররাজ্যের বা স্বর্গরাজ্যের সংবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন।

তাঁর প্রচারিত প্রথম বাণী-টি কী?

'শুভলগ্ন এসে গেছে। স্বর্গরাজ্য সন্নিকট। অনুতাপ করো—ঈশ্বরের দিকে মন ফেরাও। আর বিশ্বাস করো এই মঙ্গল সমাচারে।'
এইটিই প্রথম বাণী—পরম বাণী।

অনুতাপ অর্থই হচ্ছে মনের পরিবর্তন। অন্যত্র থেকে মন তুলে নিয়ে ঈশ্বরে স্থাপন করা। আর সকলকে পিছনে রেখে একমাত্র ঈশ্বরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো।

কিন্তু অনুতাপ করা কি সহজ কথা?

প্রথমে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করো, ভুল করেছিলে, অপরাধ করেছিলে। হিংসায় লালসায় করেছিলে অপকর্ম। তার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত হও। বলো আর অমনটি করব না। শুধু দুঃখিত হলে হবে না, শুধু করব না বলেও নয়। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলে তার উলটো পথে চলে এস। দেখবে সে উলটো পথটাই অত্যন্ত সহজ পথ। শুধু মুখ

ফেরাও, মন ফেরাও। জীবনের ভঙ্গিটি বদলাও। দেখবে কত কাছে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। তোমার ব্যথিত চোখে দেখতে পাবে তাঁর করুণার দৃষ্টি। তোমার অভিমুখী মনে পাবে তাঁর ক্ষমার প্রশান্তি। তোমার অনুতাপে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ।

শুধু ফিরে দাঁড়ানো নয়, এগিয়ে গিয়ে ধরা। শরণে আগত হওয়া। শুধু চুপচাপ বসে থাকা নয়, জীবনের দুর্বহ ক্রুশকে অক্লিষ্ট-মুখে বহন করে নিয়ে যাওয়া।

অনুতাপ করি এমন শক্তি কই? কাঁদব কই এমন পবিত্রতা? আর করব না—কই বা এই সংকল্পের তেজ

তার জন্যে প্রভুর কাছেই সাহায্য চাও। বলো, প্রার্থনা করো, প্রভু, আমাকে সত্যি-সত্যি অনুতপ্ত করো, তোমার দিকে আমার মন ফিরিয়ে নও। সর্বতোভাবে আমাকে আকর্ষণ করো, আমাকে আচ্ছন্ন করো, আমাকে আর রিক্ত হাতে সংসারের দুয়ারে ফিরে যেতে দিও না।

স্বর্গরাজ্য সন্নিকট। স্বর্গরাজ্য উপস্থিত। সে ভবিষ্যৎ, সে আবার বর্তমান। সে হাতের কাছে, সে আবার হাতের মুঠোর মধ্যে। একই সময়ে সে হয়েছে, আছে, হবে। একই সময়ে সে বাইরে, ভিতরে, চারদিকে! আমার তোমার সকলের হৃদয়ই যে সেই স্বর্গরাজ্য। সে অর্থে তো সে বর্তমান, কিন্তু সেই হৃদয় তো ঈশ্বরে উন্মোচিত করতে হবে, নিরর্গল করতে হবে—সে অর্থে সে ভবিষ্যৎ। যদি চাও তো বলো, এই মানবজীবনই স্বর্গরাজ্য—জীবনের মতো প্রত্যক্ষ বর্তমান আর কী আছে, কিন্তু এই মানবজীবনকেই করতে হবে শাশ্বত-জীবন—সে অর্থে সে ভবিতব্য।

আর মঙ্গল-সমাচারে বিশ্বাস করো।

যীশু যেমন বলছেন ঈশ্বর তেমনি, বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো যা বলছেন সবই ঈশ্বরের বাক্য। মানুষের জন্যে যা উৎসর্গ করলেন সবই ঈশ্বরের প্রেম।

মঙ্গল-সংবাদ নয় তো কী। সত্যই প্রথম শুভ। মানুষকে আর খুঁজতে হবে না, ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কেমনতরো? আর কল্পনায় অনুমানে কুয়াশায় আবছায়ায় থাকতে হবে না, যীশুকে দেখে বোঝো, যীশুকে দেখে জানো। দ্বিতীয় শুভ, আশা। তৃতীয় শুভ, শান্তি।

চতুর্থ, করুণা। পঞ্চম অমরত্ব। যার আশা নেই, তার যীশু আছে। যে জ্বলে-পুড়ে মরছে তার উপশম যীশু। যে অকিঞ্চন তার জন্যে যীশুর বদান্যতা। যীশু জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যান না, জীবনকে অমরত্বে উত্তীর্ণ করে দেন।

আর স্বর্গরাজ্য শুধু মানষের হৃদয়েই নয়, মানুষের গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সমগ্র বিশ্ব-লোকে।

যীশুর এই মঙ্গলবার্তা আশে-পাশের গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর যীশু তাঁর চার শিষ্য নির্বাচন করলেন—পিটার আর এনড্রু, জেমস আর জন।

সেণ্ট মার্ক লিখছেন ঃ একদিন গ্যালিলির সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছেন, যীশু দেখতে পেলেন সিমন-পিটার আর তার ভাই, এনড্রু, দুই জেলে, সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরছে। যীশু তাদের বললেন, আমার সঙ্গে এস। মাছ ধরবে কী। মানুষ ধরবে। এস, তোমাদের আমি মানুষ ধরা জেলে করে দেব, তক্ষুনি দু ভাই, পিটার আর এনড্রু, জাল ফেলে দিয়ে যীশুর সঙ্গ নিল। একটু এগিয়ে গিয়ে যীশু দেখতে পেলেন আরো দুই জন জেলে, জেলেদের দুই ছেলে, জেমস আর জন, নৌকোয় বসে তাদের জাল মেরামত করছে। যীশু তাদের বললেন, আমার সঙ্গে চলো। ডাকামাত্রই তারা বেরিয়ে পড়ল। পিছনে পড়ে রইল তাদের নৌকো, তাদের জাল, তাদের বাপ, তাদের লোকজন।

এক ছুতোর-মিস্ত্রি ডেকে নিল চারটি জেলেকে। ভগবান ছাড়া আর কে সাধারণ মানুষকে ভালোবাসবে, ডেকে নেবে সাথি করে। আর ডাক এল কখন? যখন ওরা চারজন যার-যার দৈনন্দিন কাজ করছিল, কেউ মাছ ধরছিল, কেউ বা জাল বুনছিল। সাধারণ কর্তব্য কর্মের মধ্যে সেই ডাক এসে পৌঁচেছে। ঈশ্বরের রাজত্বে বাস করে কেউ জানে না কখন কার কাছে কী ভাবে ডাক আসবে। সে ডাক শুধু মন্দিরে বসেই শোনা যায় না, শোনা যায় না তীর্থস্থানে—সেই ডাক কখনো বা অভ্যাসের মরুভূমিতে, দৈনন্দিন কর্মের, দুঃখশোকের মাঝখানে। ডাক আসে তো কাজ ফিরেই কোনো না, বেরিয়ে পড়ো।

ডাকটি কী? ডাকেটি ভালোবাসার। প্রশ্ন করো না,, যুক্তি খাটিয়ে তর্ক করতে বোসো না, আমার সঙ্গে চলো, আমাকে অনুসরণ করো। কী করতে হবে তোমার সঙ্গে গিয়ে—কাজটা কী? কাজ কঠিন—তাই তো তোমাদের বেছেছি। কাজ ঈশ্বরের কাজ—লোকসেবা। বিনিময়ে কী পাবে? বিনিময়ে মানুষের জন্যে আত্মবিসর্জন,—ঈশ্বরের জন্যে মৃত্যু। আর সেই মৃত্যুরই আরেক নাম শাশ্বত জীবন।

সেন্ট ম্যাথুর বিবরণও অনুরূপ। কিন্তু সেন্ট লুক বলছেন অন্য কথা :

একদিন যীশু গেনেজারেত হ্রদের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন, লোকেরা ভিড় করে ধর্মকথা শোনাবার জন্যে পিড়াপিড়ি করছিল, দেখতে পেলেন দুটি নৌকো পারে লাগানো ও জেলেরা তীরে নেমে জাল ধুচ্ছে। দুটির মধ্যে যে নৌকোটি সিমন-পিটারের তাতে উঠে পড়লেন যীশু, বললেন, 'ওটা.ক একটু দূরে বেয়ে নিয়ে চলো।' তারপর নৌকোতে বসে যীশু জনতার উদ্দেশে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। কথাশেষে সিমনকে বললেন, 'এবার গভীর জলে নৌকো নিয়ে গিয়ে আবার জাল ফেল।'

সিমন বললে, 'প্রভু, সারা রাত আমরা জাল ফেলেছি, কিছুই ধরতে পারিনি! কিন্তু আপনি যদি আদেশ করেন, আবার ফেলব।'

এবার জাল ফেলতেই রাশীকৃত মাছ উঠল। বোঝা এত ভারি যে জাল ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম। তখন সিমন তার সঙ্গী অন্য নৌকোর জে.লদের ডাকল তাকে সাহায্য করতে। তারা এল, দু দলের লোকে মিলে দু-দুটো নৌকো মাছে বোঝাই করে তুলল—এত ভার যে দুটো নৌকোই প্রায় তলিয়ে যায়। সিমন-পিটার ভয় পেয়ে যীশুর পা দুখানি জড়িয়ে ধরল, কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, 'প্রভু, আমাকে ছেড়ে দিন, আ.ম পাপী।'

যীশু বললেন, 'ভয় পেয়ো না এবার থেকে তুমি মাছধরা জেলে না হয়ে মানুষধরা জেলে হবে।'

অন্য নৌকোর দু 'জলে, জেলেদের দু ছেলে, জেমস আর জন—তারাও মাছের পরিমাণ দেখে অভিভূত হল। এক মাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন, তারাও পিটারের মত সর্বস্বত্যাগ করে যীশুর অনুগামী হল।

'গভীর জলে নৌকো নিয়ে গিয়ে জাল ফেল।' এ ঈশ্বরের আদেশ তোমার ডাক যদি কঠোর আদেশের রূপ নিয়ে আসে তা নেব মাথা পেতে। তোমার আদেশ অমান্য করব না। চারদিকের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্য সত্ত্বেও না। সারারাত খেটেছি, একটা চুনো পুঁটিও ধরতে পারিনি, অবসাদে সমস্ত শরীর স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তবু যখন বলছ তখন যাব গভীরে, চেষ্টাকে নতুন করে নিয়োগ করব। তুমি বলছ তাই উৎসাহের সীমা নেই, আশাও অফুরন্ত। একবার পারিনি, আরেক বার পারব। এত দিন ধরিনি, এবার ধরব।

সুযোগ-সুবিধে সুগোল হয়ে আসবে তবেই যাত্রা করব এ ভাবতে গেলে আর যাত্রা করাই হবে না। রাত্রি মাছ ধরার উপযুক্ত সময়, রাত যদি পুইয়ে গিয়ে থাকে, দিনের খররৌদ্রেই বেরিয়ে পড়ব মাছ ধরতে। সমস্ত প্রতিকূলতাকেই মিত্রতা বলে মনে করব। অসম্ভবকেই যদি সম্ভব করতে না পারি তবে তোমাকে আমাদের নৌকোর হালে এনে বসিয়েছি কেন? তুমি হাল ধরো আমরা দাঁড় টানি।

আমরা কি শুধু মানুষ-ধরা জেলে? আমরা ঈশ্বর-ধরা জেলে। আমরা তোমাকে চিনেছি। তোমাকে ধরেছি। আমরা শুধু মাছ দেখেই অভিভূত হই না, আমরা ঈশ্বরকে দেখেও অভিভূত হতে জানি।

যীশু সবাইকে নিয়ে কাফারনাউমে ফিরে এলেন। তারপর প্রথম বিশ্রামবারেই সোজা গিয়ে ঢুকলেন সমাজগৃহে। বললেন, আমার সমাচার শোনো।

সমাজগৃহের আরেক নাম ধর্মবিদ্যালয়। প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে যেখানেই অন্তত দশঘর ইহুদি বাস করে সেখানেই সমাজগৃহ। এক-মাত্র মন্দির শুধু জেরুজালেমে, আর সেখানে শুধু পূজা আর বলিই অনুষ্ঠিত হয়, কখনো বা প্রার্থনা বা গানবাজনা, কিন্তু সেখানে ধর্মপ্রচার হয় না। যদি ধর্মপ্রচার করতে চাও, দিতে চাও ধর্মোপদেশ, তবে সমাজগৃহে সভা ডাকো।

সমাজগৃহে জনতার সামনে যীশু এসে দাঁড়ালেন। কী অধিকার লোকটার, নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় আর বলে, আমার বক্তব্য শোনো, তোমাদের জন্যে আমি ঈশ্বরের নতুন সংবাদ এনেছি। ঈশ্বরের নিজস্ব সংবাদ।

কার সাধ্য না শোনে! কার সাধ্য চোখ ফেরায়! সমাজগৃহে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এর আগে কত ধর্মব্যাখ্যা করেছে, সে সমস্ত পুঁথির কথা, পরের জবানি। কিন্তু এ যে বলছে এ একেবারে প্রাণের কথা, প্রত্যক্ষের কথা। শাস্ত্রবচনের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে জোরদার করার দরকার হয় না, এ নিজের অর্থেই শক্তিমান। বাক্যই যেন এখানে ব্যক্তি, সত্যের সারল্যই তার একমাত্র অলঙ্কার। শোনো আর বিশ্বাস করো।

কে তর্ক তুলবে? কে উপেক্ষা করবে? কে বলবে ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই? শোনো আর আনন্দে ভরে ওঠো।

সে সমাজগৃহে একটি লোক দুষ্ট প্রেতাত্মার কবলে পড়েছিল। সেই আত্মা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল : 'নাজারেথের যীশু, তুমি এখানে এসেছ কেন ? তুমি কি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না, শেষ করে ফেলবে ? বুঝতে পারছি তুমি কে। তুমি ভগবানের প্রেরিত সেই পুণ্যাত্মা মানুষ—'

'চুপ করো।' যীশু গর্জে উঠলেন : 'শিগগির একে ছেড়ে দাও। এর শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ো।'

সেই ভর-হওয়া লোকটা বার কতক মেঝের উপর গড়াগড়ি খেল। তারপর হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ করে শান্ত হয়ে গেল। সবাই বুঝল দুষ্ট প্রেত বিদায় হয়েছে।

সবাই অবাক হয়ে পরস্পর বলাবলি শুরু করল : এ কী ব্যাপার ? এ যে দেখছি নিজের কর্তৃত্বে উপদেশ দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, দুষ্ট প্রেতকেও হুকুম করছে। আর পাপাত্মারাও তাই মানছে নির্বিবাদে। এ যে দেখছি জীবনের এক নতুন কারিকর, নতুন চিকিৎসক।

সমাজগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেই যীশু সিমোনের বাড়ি গেলেন। সেখানে কেউ বুঝি তাঁর সাহায্যের আশায় উন্মুখ হয়ে আছে। যীশু নিজের আরামের কথা ভাবলেন না, ভাবলেন অন্যের উপশমের কথা। যীশুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যেরাও চলল।

গিয়ে দেখল সিমোনের শাশুড়ি প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী। সবাই বললে, এর একটা কিছু বিহিত হয় কিনা।

যীশু এগিয়ে গিয়ে সিমোনের শাশুড়ির একখানি হাত ধরলেন। ধরে তাকে টেনে তুললেন বিছানা থেকে। কই, জ্বর কই ? অমৃত স্পর্শে জ্বর অপসৃত হয়েছে।

সেরে উঠে সিমোনের শাশুড়ি বিশ্রাম নিতে গেল না। সে গৃহাগত অতিথিদের সেবায় তৎপর হল।

তুমি স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছ কেন ? তুমি তা লোকসেবায় নিযুক্ত [illegible] বলে। তোমাকে বাঁচিয়ে দেওয়া হল যাতে তুমি [illegible]

বাঁচাবার চেষ্টায় পরিচর্যা করতে পারো। তোমার জীবন শুধু তোমার নিজের ভোগের জন্যে নয়, পরের সেবার জন্যে।

ক্রমে সন্ধ্যা হল আর দলে দলে রুগী আসতে লাগল যীশুর কাছে। সব অচল রুগী, শয্যাশায়ী, তাদের কাঁধে-পিঠে করে বহন করে নিয়ে আসা হল। বিশ্রামবারে দিনমানে ভারবহন করা বারণ, তাই সূর্য অস্ত গেলে, বেরুল বাহকের দল—বলা যায়, রুগীর মিছিল। প্রভু রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

প্রথম নিরাময় করেন সমাজগৃহে। দ্বিতীয় নিরাময় করেন গৃহস্থের ঘরে। এবার তৃতীয় নিরাময় রাস্তায়—মুক্তপথে।

প্রভুর বরদানের কোনো স্থান-কাল নেই, পাত্রাপাত্র নেই, সমস্ত আর্ত ও পীড়িতের সমান অধিকার, সেই ভাবটি প্রকাশ করবার জন্যেই যেন রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। ঈশ্বরের করুণায় কোনো শ্রেণীভেদ নেই, স্তরভেদ নেই, নেই পক্ষপাতিত্ব। ঈশ্বর আপামর সকলের আপনজন।

রুগ্ন ও ব্যথিত, আর্ত ও আহত যীশুকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনি তাঁর মঙ্গলহাতের স্পর্শে তাদের নীরোগ করে দিলেন। মেঘমালিন্য দূর করে দিয়ে জীবনে নিয়ে এলেন নতুন অরুণোদয়।

মহর্ষি ইসাইয়া ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন: তিনি আমাদের সমস্ত দুর্বলতা হরণ করবেন, বহন করবেন আমাদের সমস্ত ব্যাধি, সমস্ত পাপ।

এ কি সেই বাণীর পরিমূর্তি নয়?

প্রেতগ্রস্ত রোগীরাও আসছে। তারা যীশুকে দেখেই চিৎকার করে উঠল: আমরা তোমাকে চিনেছি, তুমিই ঈশ্বরপুত্র খ্রীস্ট।

কথা বলো না। চুপ করো। মুখ বন্ধ করে থাকো। যীশু ভর্ৎসনা করলেন। পাপাত্মারা পালিয়ে গেল। রুগীরা বাঁচলো হাঁফ ছেড়ে। কিন্তু দলে দলে এত যে লোক আসছে, সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসছে। কবে কিছু না চেয়ে অমনি অমনি আসতে পারবে প্রভুর কাছে। কবে আসবে শুধু প্রাণের টানে, অহেতুক ভালোবাসায়?

আর এত যে পাচ্ছ তার বিনিময়েই কি দিচ্ছ ঐকান্তিকতা ? শুধু দুর্দিনেই তাকে ডাকবে, সুদিনে সস্নেহে স্মরণও করবে না এই বা কেমনতরো মনুষ্যত্ব ?

এঁকে দেখে কি মনে হয় না এ আমৃত্যু ভালোবাসার জন, প্রত্যহের প্রসাদ ?

পরদিন প্রত্যূষে উঠে যীশু দূরে এক নির্জন স্থানে গিয়ে পেঁৗছিলেন। প্রার্থনা করতে বসলেন।

যীশুকেও প্রার্থনা করতে হয়।

প্রার্থনা তো ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া নয়, প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথোপকথন। ঈশ্বরকে অভ্যর্থনারই আরেক নাম প্রার্থনা।

সিমোন ও তার সঙ্গীরা খুঁজতে বেরিয়েছে। ঐ যে তিনি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন।

'আপনি আমাদের ছেড়ে এসেছেন কেন ?' বললে কেউ-কেউ, 'আপনি ফিরে চলুন। আপনি আমাদের ছাড়বেন না।'

যীশু উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি এখন পাশের শহরে যাব, সেখান থেকে আরেক শহরে। আমাকে সর্বত্র এখন মঙ্গল সমাচার প্রচার করতে হবে। আমি এক জায়গায় বন্দী হয়ে বিশ্রাম করতে আসিনি। শুধু কথায় হবে না কাজ করতে হবে। ঐশীরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ডাকতে হবে সবাইকে। উৎসাহিত করতে হবে। আমার সময় নেই।'

মুখে-মনে বা কাজে-কথায় এক হতে হবে। এক হতে হবে দেহে ও আত্মায়। আত্মাকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে দেহকেও সুস্থ সমর্থ করতে হবে। আর স্বর্গ-মর্তকেও করতে হবে একীকৃত। কেননা স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই মর্তের সীমানায়।

যীশু এগিয়ে চললেন। গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামান্তরে। সমস্ত গ্যালিলি ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, দিলেন উপদেশ। শুধু তাই নয়, রুগ্নের কাছে নিয়ে এলেন আরোগ্য আর্তের কাছে নিয়ে এলেন উপশম।

যা নিশ্চিত যা অবধারিত সেই সম্পর্কে ঘোষণাই প্রচার। অ-জ্ঞান দূর করবার জন্যেই প্রচার। আর উপদেশ, বিভ্রান্তি দূর করবার জন্যে। কিন্তু কী হবে শুধু প্রচারে-বিচারে যদি না তুমি আমাদের ব্যথার নিবৃত্তি করো? তাই যীশু ডাক দিলেন কে আছ অন্ধ-আতুর-খঞ্জ-পঙ্গু অক্ষম-অসমর্থ, চলে এস আমার কাছে, আমি তোমাদের রোগমুক্ত করব, দেব তোমাদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও শীতলতা।

হঠাৎ এক কুষ্ঠরোগী এসে উপস্থিত।

এ কী করে সম্ভব হল? সে যুগে কুষ্ঠীদের ভয়াবহতম দুর্দশা। শারীরিক যন্ত্রণা তো আছেই, তদুপরি মানসিক লাঞ্ছনা। তারা থাকবে নগরের উপান্তে নির্দিষ্ট শিবিরে। আর যার শরীরে ঘা দেখা দিয়েছে সে শিবিরে স্থান পাবে না, সে শিবিরের বাইরে আলাদা হয়ে থাকবে! তার পরনের বস্ত্র ছেঁড়া থাকবে, সে মাথার চুল ঢেকে বা বেঁধে রাখতে পারবে না, আর কাপড় দিয়ে উপরের ঠোঁট ঢেকে তাকে সর্বক্ষণ বলতে হবে, অশুচি! অশুচি! সমাজ থেকে বিতাড়িত, পরিবার থেকে নির্বাসিত, সকল লোকের ঘৃণা ও আতঙ্কের বস্তু, কুষ্ঠীরা মূর্তিমান মৃত্যু ছাড়া আর কী।

'অশুচি!' 'অশুচি!'বলতে বলতে এক কুষ্ঠী যীশুর কাছে এসে নতজানু হল।

এ কী করে এল তার গণ্ডি ছেড়ে? কে আসতে দিল? আইন-কানুন সব রসাতলে গেল নাকি? রাজকর্মচারীরা কোথায়? জনসাধা-রণই বা তাকে বাধা দিলেনা কেন?

'প্রভু!' কুষ্ঠী কেঁদে পড়ল : 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন—' বাকিটুকু বলতে বুঝি বেধে গেল আচমকা।
সে ইচ্ছা বুঝি এত অসম্ভব ভাবতেও ভয় হয়। কুষ্ঠই বুঝি একমাত্র পাপ যার প্রক্ষালন নেই।

'বলো কী চাও।' যীশু তাকে আশ্বাস দিলেন।
'আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার এই রোগও আপনি সারিয়ে দিতে পারেন।'

'আমিও তো তাই চাই।' হাওয়ায় শুধু ফাঁকা কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, দয়ার্দ্র, যীশু তাঁর ডান হাতটি বাড়িয়ে কুষ্ঠীকে স্পর্শ করলেন, বললেন, 'তুমি সেরে ওঠো।'

ও তো অসুস্থ। ও তো অশুচি। কেউ কেউ বুঝি চেয়েছিল কোলাহল করতে, কিন্তু গলায় কারু আওয়াজ বেরুলনা। চোখের সামনে এ তারা কী দেখছে। দেখছে কুষ্ঠীর শরীরে আর ঘা নেই, গাত্রচর্ম সতেজ ও মসৃণ হয়ে উঠেছে, ফিরে এসেছে জীবনের লাবণ্য। এ কী অঘটন! রোগমুক্ত লোকটি উল্লাস ক.র উঠল।

অঘটন ব.লে অঘটন। কুষ্ঠী তো নিজের গণ্ডি পেরিয়ে এসে আইন লঙ্ঘন করেছে। তার তো কোনো সভ্য সমাবেশে এসে কথা বলাও অপরাধ। কিন্তু প্রাণের আকুতি তো গণ্ডি মানেনা। গোপনে যাকে সব কথা বলা যায় তাকে প্রকাশ্যে বল.তে কিসের সংকোচ? এমন প্রকাশ্য সুযোগ আর পাব কোথায়

যাকে কেউ ছোঁয় না তাকে যীশু ছুঁলেন। যাকে সবাই ঘৃণায় দূরে রাখে, মমতায় যীশু তার সন্নিহিত হলেন। সস্নেহে কথা বললেন। বললেন, তুমি সেরে ওঠো। তুমি নির্মল হয়ে যাও।

আরো বললেন, ভালো হবার পর শুদ্ধীকরণের যা বিধি আছে তাই পালন করো।'

শৌচস্নানের অনেক বিধি, অনেক কৃত্যকরণ। সমস্ত সংস্কার ঠিক-ঠিক মেনে চলবে, প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধতা করবেনা। 'আর শোনো', যীশু ঘনতর হলেন, 'কাউকে বোলো না, বলে বেড়িও না কী করে তুমি ভালো হলে।'

আর সব নির্দেশ পালন করা সম্ভব কিন্তু কী করে ভালো হলাম, কে তাঁর অমৃতস্পর্শে আমাকে নিরাময় নিষ্কলঙ্ক করল এ আমি রাষ্ট্র না করে থাকি কী করে? এ কি একটা সামান্য কথা? কী কদর্য ব্যাধিতে সকলের পরিত্যাজ্য হয়ে ছিলাম, ব্যাধির উপরে ছিল আবার অপমানের যন্ত্রণা—প্রভু নিমেষে সমস্ত কলঙ্ক মুছে দিলেন। আমি অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠলাম। বলো আমি কি এ আনন্দের কথা এ

করুণার কথা চেপে রাখতে পারি? লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে তোমার এ ব্যাধি সারল কিসে, আমি বলব চিকিৎসায় সেরেছে, কিন্তু কে সে চিকিৎসক তার নাম বলতে পারব না। যে নাম প্রতিনিয়ত আমার দেহের রক্তধারার ছন্দে বেজে চলেছে তা অনুচ্চারিত থাকবে?

রোগমুক্ত লোকটি তার অলৌকিক আরোগ্যের কথা দিকে-দিকে বলে বেড়াতে লাগল।

এ বিজ্ঞাপন যীশুর অভিপ্রেত নয়। তিনি তাঁর পরিক্রমা বন্ধ করে দিলেন। ফের চলে গেলেন নির্জনে, বসলেন উপাসনায়।

কিন্তু যীশুর জীবনে আর নির্জনতা নেই। কে কোত্থেকে কী খবর পেয়েছে, নির্জন প্রান্তরেই চলে এল যীশুর কাছে। কে এমন লোক আছে যার দুঃখ কষ্ট নেই আর কে এমন লোক আছে যে যীশুর করুণাকে আকর্ষণ করতে পারবে না!

নির্জন প্রান্তর ছেড়ে যীশু আবার ফিরলেন শহরে, সেই কাফারনাউমে। যে বাড়িতে এসে উঠলেন তার দরজায় দেখতে দেখতে এক বিরাট জন-সমাবেশ গড়ে উঠল। আমাদের কিছু বলুন। কিছু উপদেশ দিন। শুধু উপদেশে যেন তৃপ্ত হচ্ছে না মানুষ—ঐ দেখ চারটে লোক একটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীকে কাঁধে নিয়ে আসছে এখানে। দরজা পর্যন্ত দুর্দান্ত ভিড়। রুগী নিয়ে যীশুর কাছাকাছি কী করে পৌছুবে? তিল-ধারণের স্থান নেই, রাস্তা পাবে কী করে? আর যীশু যদি একটু স্পর্শ না করেন তবে পক্ষাঘাত যে সারেনা।

তখন বাহকেরা বুদ্ধি বার করল। রুগীকে নিয়ে বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠল। একতলা বাড়ির সমতল ছাদ, টালি সরিয়ে দিব্যি ফাঁক করল। উপায় নেই, যে কোনো পথে প্রভুর কাছে গিয়ে পৌঁছানো চাই। প্রভুর অমৃতস্পর্শ না পেলে জীবনের এ পঙ্গুতা যে সারবার নয়। ছাদের ফাঁক দিয়ে রুগীকে বিছানাসমেত নিচে যীশুর কাছে নামিয়ে দেওয়া হল।

যীশু দেখলেন কী এদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। কী এদের প্রভৃত ব্যাকুলতা।

আর কিছু বলতে হলনা, চাইতে হলনা। যীশু শয্যাশায়ী রুগীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে তোমার পাপ থেকে মুক্তি দেওয়া হল।

সেখানে কজন ফ্যারিসি ও শাস্ত্রজ্ঞ বসে ছিল। তারা যীশুর কথায় রুষ্ট হল, পাপ থেকে মুক্তি দেবার ইনি কে? পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র ভগবান। এমনি ধারা কথা বলে ইনি তো স্পষ্ট ভগবানের অপমান করছেন।

মুখ ফুটে কিছু বলছে না। শুধু মনে মনে বিতর্ক করছে। আর রাগে গরম হচ্ছে।

যীশু তাদের মনের ঠিক নাগাল পেয়েছেন। বললেন, কী ভাবছ তোমরা। বলো, কোন কথাটা বলা সোজা? তোমাকে তোমার পাপ থেকে মুক্তি দেওয়া হল, না, ওঠো, হেঁটে বেড়াও। বেশ, তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি বলছি, ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার বাড়ি চলে যাও।'

কি আশ্চর্য্য, লোকটি তখুনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে। তারপর তার বিছানা তুলে নিল স্বহস্তে। মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরের স্তব করতে লাগল। যে ভিড় দুর্ভেদ্য ছিল তাই এখন গলে গেল। বিছানা কাঁধে ফেলে লোকটি বাড়ি ফিরে চলল। তখন যদি কেউ তাকে কাঁধে তুলে নেয় সে আর কোনো কারণে নয়, যীশুর মহিমা উচ্চে তুলে ধরবার জন্যে।

যীশু শুধু বললেন, 'পাপ থেকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের আছে।'

সে যুগে প্যালেস্টাইনে ব্যাধিকে পাপের ফল বলেই ধরা হত। পাপের ক্ষমা না মেলা পর্যন্ত ব্যাধির নিরাকরণ নেই। তাই ফ্যারিসি ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যখন আপত্তি করল যীশুর ক্ষমা করার ক্ষমতা নেই, তখন যীশু উলটে রোগটাকেই সারিয়ে দিলেন। রোগ যখন সেরে গেল তখন বুঝতে হবে রুগীর ক্ষমা মিলেছে। রুগীকে এখানে ক্ষমা করল কে? আর কে? স্বয়ং যীশু যিনি নিজেকে বলেছেন মনুষ্যপুত্র। তবে মনুষ্যপুত্রই কি ভগবান নয়?